শরণং।

মহাভাগবতউক্ত

অর্জ্জুনের গৌরব ভঞ্জন

নামক গ্রন্থঃ।

বৈশম্পায়ন মুনিবক্তা শ্রোতা রাজা জন্মেজয়

শ্যামপুষ্করিণী নিবাসী
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস দে কর্তৃক
পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া

ইদানীং

শ্রীতিনকড়ি সাতরার অনুমত্যানুসারে
শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।
এই গ্রন্থঃ যাহার প্রয়োজন হইবেক তাহারা
মোকাম কুমারটুলীর ২০৯।২ ভবনে অন্বেষণ
করিলে পাইতে পারিবেন।
ইতি সন ১২৬৩ সাল তারিখ ১৯ বৈশাখ।

শরণং ॥

অথ গণেশ বন্দনা।

ত্রিপদী। নমঃ বিঘ্নরায়, লম্বোদর মহাকায়, ছিন্নদন্ত
গনজন্দ্র বদন। স্কন্ধে সিন্দুর ভূষণ; গণপতি ত্রিলোচন,
স্কন্দতপা লোহিত বরণ॥ শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ; সুশোভি
তঃ চারিভুজ; অঙ্গদ বলয়া বিভূষিত। উরে পারিযাত
মালে; মধুলব্ধ ভৃঙ্গ জালে; স্কন্ধ মুগ্ধ আঙ্গুল ক্ষরিত॥
ত্রিবলি শোভিত কিবা; নিতম্ব অবনী নিভা; ভুজঙ্গ য
শুভযজ্ঞসুত। কিবা শোভা কটিতটে; পরিধান ত্রিকী
পটে; সর্ব্ব সিদ্ধি সদাশিব পুত্র। জিনিয়া কদলি তরু
উরু ক্রমে স্থূল সরু; বিঘ্ন বিনাশন গণপতি। আমি অ
তি শিশু তমি; ভক্তি হীন মনপশু; অকৃতজ্ঞ হরবে দুর্গ

তি ।। জিনি ফুল কোকনদ; মানস লোভিত পদ; মঞ্জু মুঞ্জির নুপুর বাজে। ইন্দুর বাহনে ভর; বিনায়ক বিঘ্ন হর; উরদেব হ্যস্ত রোজরাজে ।। অগ্র পুজ্য দেবতার বন্দনীয় বিধাতার; মহাযোগী যোগেন্দ্রের মান্য। মন্দারেতে পুরন্দর; তুয়া পূজে নিরন্তর; তুও ভুমি অমরাগ্র গণ্য ।। জপ হোম যাগ আদি, অগ্রে তব পুজা বিধি; নহিলে সে কর্ম্ম সিদ্ধি নয়। বিঘ্নপতি তুমি বটঃ বিঘ্নপতি সন্নিকট; অনায়াসে মহা বিঘ্নক্ষয় ।। হর বিঘ্ন গজানন; আমি অতি অকিঞ্চন; গতি মতি ভজন বর্জ্জিত। নাহি ভক্তি রতি নিষ্ঠা; সর্ব্বদা চিত্তে অনিষ্টা; মাত্র তমাম সঞ্চিত।। নিজ গুণে কর কৃপা; রাখ বালকে রে বাপা নিতান্ত মানস করি তায়। দয়া দৃষ্টি দিয়া লেশ; রচাও প্রভু গণেশ; ত্রিপদীতে মহেশ্চন্দ্র কয় ।।

অথ যোগাদ্যার বন্দনা।

পয়ার। জয়২ যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামে বাসি। অর্দ্ধ মীতে মহাস্থান গুপ্ত বারানসি ।। বাম হস্তে খপর মাত্র দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা। লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিলা উগ্রচণ্ডা ।। তব পুজা রাবণ রাজা করিত চিরকাল। তোমায় সেবে স্বর্গ মর্ত্ত্য জিনিল পাতাল ।। রাবণ হরিল্ল রামের সীতা নামে নারী। সীতার উদ্দেশে হনু গেলা লঙ্কাপুরি ।। লঙ্কা সমাপণ কৈলা হনুমানের ভরে। পাতালে রহিলা মহি রাবণের ঘরে ।। মহি রাবণের ভরে

বধি হৈল রাম। পাতালে লইয়া গেল লক্ষণ শ্রীরাম
।মের উদ্দেশে যখন গেলা হনুমান। মহির মণ্ড
টিয়া দিলেক বলিদান।। সঙ্গেকরি লৈয়া হরি
লা দশভূজা। অবনী মুণ্ডলে আসি কৈল তবপূজা।।
বামস্কন্ধে লক্ষণ দক্ষিণ স্কন্ধে রাম। মাথায় পৃতিমা ধ
রি চলে হনূমান।। দেসের মধ্যেতে আছে বাত্রা গুড়
গ্রাম। ক্ষীরতরু নামে বৃক্ষ অতি অনুপাম।। বৃক্ষের কো
ঠরে থুইল বীর হনুমান। বিস্বকম্মার তরে তবে দিল
আজ্ঞাদান।। অক্ষয় দেউল বিশাই করহ নিম্মাণ। সি
দ্ধ পীট মহামায়া করহ স্থাপন।। হরিশ্চন্দ্রনামে রাজা
আছিল শুইয়া। সপনে কহেন মাতা সিওরে বসিয়া।
আস্তে বেস্তে মহারাজ তুলিলেন গা। সিওরে বসিয়া
দেখে সিওরে বসিয়া জগতের মা।। প্রণাম করিয়া ক
হে করি কৃতাঞ্জলি। দেবী বলেন নিত্যপূজা দেহ নর
বলি।। নিত্য যদি ভগবতী দেহ প্রাণদান। আপনার
পুত্র কাটি দিব বলিদান।। নহিলে মা নিত্য কোথা
পাব নরবলি। দেবী কন শুন বাছা পূজার নিয়ম বলি
সমস্ত বৈশাখ গ্রামে হরিদ্রা না বাটি। সমস্ত বৈশাখ
অগ্নে নাহি দিবে কাটি।। সমস্ত বৈশাখ সলিতাপাক
তে নাপাবে। কলু জস্তকার গ্রামে রহিতে নাদিবে।
পূর্ণ গর্ভবতী নারী রবে যারঘরে। সমস্ত বৈশাখ তার
রাখিবে অন্যন্তরে।। উত্তর দুয়ারি গৃহে নাকরিবে ব

। সন্ধ্যাকালে আরতি যোগাবে বারমাস ॥ সমস্ত
পাথ গ্রামে নাচনিবে হাল। সক্রান্তি দিবসে পূজা
রিবে চিরকাল ॥ দেবীপুজা করেরাজা বিবধ বিধা
। আপনার পুত্রেকাটি দিল বলিদানে ॥ সাতদি
পুজা কৈলা দিয়া সাতবালা। অবশেষে ক্ষীরগ্রামে ক
রিয়া দিলপালা ॥ সমস্ত গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল
জারি ব্রাহ্মণের পালা একদিন হৈল ॥ একপুত্র বই
পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র নাই। কি দিয়া করিব পূজা অন্ত
ার ঠাঁই ॥ প্রাণরক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে। স্ত্রী
পুত্র লইয়া দ্বিজ যায় পলাইয়ে ॥ গ স্তিরে থাকিয়া জা
নিল জগতের মায়। ঘোরভয়ে দুষ্ট দ্বিজ পলাইয়া
যায় ॥ ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগুলিল গিয়া। এতরাত্রে
কোথাকারে যাহ পলাইয়া ॥ কহ কহ দ্বিজবর যাহো
চলি কোথা। হেনরূপি পলায়ে যাহ খায়ে মোর মাথা
ব্রাহ্মণ কহেন মা কহিতে ভয়বাসি। যোগাদ্যা নামে
ত রাজা এনেছে রাক্ষসী ॥ দেবীপূজা করে রাজা বি
বধ বিধান। আপনার পুত্রেকাটি দিল বলিদান। সা
তদিন পূজা কৈল দিয়া সাতবালা। অবশেষে ক্ষীর
গ্রামে করেদিল পালা ॥ সমস্তগ্রামেরপালা নিবড়িয়া
গেল। আলা অভাগার পালা আজি সে হইল ॥ প্রাণ
রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে। স্ত্রীপুত্র লইয়া তেঁইযা
পলাইয়ে ॥ এতেক শুনিয়া কহে দেবী কাত্যায়নী।

যার ডরে পলাও তুমি সেই দেবী আমি ।। বিনয় কা
য়া বিপ্র কহে দেবীর স্থানে । তমি কাত্যায়নী আমি
নিব কেমনে ।। আশ্বিনে অম্বীকা মূর্ত্তি দেখিবারে পা
ত্তবে সে প্রত্যয় হয়ে ফিরে ঘরেযাই ।। দেবী কন দি
বর বৈমুখ হও তুমি । তোমার অগ্রেতে দসভূজা হ
আমি ।। বামেতে কার্ত্তিক মায়ের দক্ষিণে গণপতি ।
ইদিকে সোভাকরে লক্ষী সরস্বতী ।। সিংহপৃষ্ঠে আ
রোহন দশভূজা রূপে । শুলহাতে বিন্ধে মাতা অ
রের বুকে ।। এতেক দেখিয়া দ্বিজ করিল প্রণাম । স্ব
স্তে আমার মুণ্ড লহ বলিদান ।। এতেক শুনিয়া ক
দেবী মাহেশ্বরী । দেবী বলে আমি ব্রহ্মহত্যা নাহি করি
এতেক কহিয়া মাতা আইলা মন্দিরে । নারীপুত্র ল
ইয়া দ্বিজ ফিরে আইল ঘরে ।। একদিন মহামায়া বা
বৃক্ষ তটে । স্নানহেতু বসিয়াছে ধামাসের ঘাটে ।। অ
মারজনা করেন দেবী মাহেশ্বরী । হেনকালে শঙ্খ ল
ইয়া আইল শাখারি । কোথা হইতে আইলে বাছা কো
থা তোমার ঘর । কিসের পসরা তোমার মাথার উপর
সাখারি বলেন মাতা নিবেদন করি । সঙ্খের ব্যবসা
করি যাতিতে সাখারি ।। ভবানী বলেন শুন সাখারির
নন্দন । ওলাহ পসরা সঙ্খ দেখিব কেমন ।। সঙ্খ দেখি
সুখি হৈল জগতের মাই । শ্রীরাম নামেতে সঙ্খ পাই
ল দুইবারে ।। ভবানী বলেন সঙ্খ পরিবরে আমি । সং

ের উচিত মূল্য কহ বাছা। তাম।। সঙ্খের উচিত মূল্য
চতঙ্কা লহ। দুই বাহু সঙ্খ মোরে পরাইয়া দেহ। শা
রি বলেন মা বসিয়া আছ একা। মে মনে পরাব সঙ্খ
নেপাই শঙ্কা।। কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার ঝিয়া
।। তুমি শঙ্খ পরিলে কে দিবে টাকাকড়ি।। শুনরে
খারি তোমরে পরিচয় দি। পূজারি ব্রাহ্মণ জিনি
মি তার ঝি।। গম্ভিরের কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা। আ
। তঙ্কা লবে প্রসাদ পাবে যাহ পিতার কাছে।। যে
জ্ঞা বলিয়া বর্ণিক সঙ্খ নিয়া হাতে। একদৃষ্টে মায়ের
নে নাগিল চাহিতে।। হাতে ধরি সাখারি শঙ্করীপা
ন চায়। হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম দেখিবারে পায়।। এ
তক দেখিয়া বর্ণিক মায়ের প্রতি কয়। কপট ত্যজি
মাতা দেহ পরিচয়।। দেবী কন পরিচয় শুন বাছাধ
। কপট ত্যজিয়া তোরে কহি র বচন।। বিপ্র বংশে
ন্ম মোর নাম ভগবতী। দুই পুত্র আমার কার্ত্তিক গণ
তি।। দুই পুত্রে লয়্যা আমি থাকি পিতার ঘরে। দ
দু আমার পতি অন্ন দিতে নারে।। মহামায়ার মায়া
বন্যা নারিল বুঝিতে। হাতে তৈল দিয়া সঙ্খ লাগিলা
পরাতে।। সঙ্খ পরাইয়া বেন্যা করিল প্রণাম। বিপ্রের
য়ারে বর্ণিক করিল পয়ান।। কি করিছ দ্বিজবর গৃ
হেতে বসিয়া। তোমার কন্যারে আইলাম শঙ্খ পরা
ইয়া।। বলিতে২ গেলা দ্বিজের নিকটে। তব কন্যা সং

খ পরে ধামাসের ঘাটে॥ ব্রাহ্মণ বলেন মোরে কি
লিলে বেন্যা। একসুত বই মোর দ্বিতীয়ে নাহি কন্যা
শাখারি বলেন দ্বিজ নাভাঙ্গাহ মোরে। পাচতঙ্কা অ
ছে দেহ পন্ডির ভিতরে॥ এতেক শুনিয়া হৈল দ্বিজের
মনে শঙ্কা। পন্ডিরের কোলঙ্গাতে গাইল পাচ তঙ্কা॥
পন্ডিরের কোলঙ্গাতে পাচতঙ্কা পায়্যা। টাকাদিয়া বে
ন্যার কাছে পড়ে আছাড় খায়্যা॥ এতকাল সেবাক
রি না দেখিলাম মায়। যোগাদ্যা মাতারে সংখ পরা
লে কোথায়॥ চল২ চলবাপু চল শীঘ্র গতি। কোনখা
নে সংখ পরেন কন। ভগবতী॥ ত্বরায় চলিলা দিজ
বণিক সংহতি। কৃপাকরি দরশন দেহো ভগবতী॥
ব্রাহ্মণ রোদনে মাতারদয়া উপজিল। জলে হইতে দুই
বাই শংখ দেখাইল॥ ব্রাহ্মণ বলেন বেন্যা তুমি ভা
গ্যবানে। যোগের যোগাদ্যা মাতায় দেখিলে নয়ানে
বেনে বলে ক্ষিতিমাঝে যতকাল জিব। বৎসর২ মাকে
সংখ পরাইব॥ এতেক বলিয়া বণিক বিদায় হইল
কান্দিতে২ দ্বিজ গৃহেতে আইল॥ রজনীতে মহামায়া
য়া দেখান সপন। শুনহ ব্রাহ্মণ পিতা আমার বচন॥
নিদ্দুঃখ সম্বরণ কর মহাসয়। প্রত্যবধি দেখাদিব ধ্যা
নের সময়॥ এতবলি অদর্শন হৈলা নারায়ণী। কবি
মহেশ্চন্দ্র ভনে ভরসা ভবানী॥

অথ গৃহারম্ভঃ।

পয়ার। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা কহ তপোধন। তারপ
র কি করিলা পাণ্ডব নন্দন॥ অর্জুন গৌরব প্রভু কি
রূপে ভঞ্জন। সেই কথা বিস্তারিয়া কারব শ্রবণ। বৈস
ম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। পাণ্ডবের কথা কিছু শুন
মহাশয়। পঞ্চভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমোদিত। বহু দ্বিজ
গণ আর ধৌম্য পুরোহিত॥ অর্জুনের মনে হৈল বড
ই গুমান। সংসারে নাহিক বীর আমার সমান। দ্রৌপ
দীর সয়ম্বরে পানচাল নগরে। লক্ষ রাজাগণ জিনি আ
নিলাম কৃষ্ণারে। বেত্রাসুর নামে বীর মারিলাম বাণে
করিলাম দারুণ রণ সঙ্করের সনে। ইন্দ্রেরে তুসিলাম
দৈত্যগণ নাসকরে। আমাসম বীর নাই এতিন সংসা
র॥ খাণ্ডব দাহন করি তুসিনু অনল। সপ্তদ্বিপ পৃথি
বীরে করিলাম সিতল। মোরসম বীর কেবা আছে ত্রি
ভুবনে। আপনি ভাবিয়া বীর আপনারে গণে॥ বৈস
ম্পায়নবলে শুনহে রাজন। অহঙ্কারে মত্ত হইলা পাণ্ড
র নন্দন॥ গাণ্ডিব লইয়া হাতে লোকে বারে বার
ভ্রু ভঙ্গ নাহি ফিরে কানন ভিতর॥ একদিন যুধিষ্ঠি
র বলিলা বচন। মৃগয়া করিতে ভাই করহ গমন॥
মৃত মারি ত্বরাকরি আনহ ফালগুণি। ব্রাহ্মণ ভোজ
ন আজি করাইব আমি॥ এতশুনি পার্থ বীর শরা
সন হাতে। নির্ভয় হইয়া বীর চলে কাননেতে॥ চলি

লেন একেশ্বর মৃগয়া করিতে ।। দুইদিকে তরুগ
কৃত সব নাম। অশ্বথ কপির্থ বৃক্ষ অতি অনুপাম ।
তিন্তিডী শ্রীফল বৃক্ষ সোভে সারিং । গোতাল হিন্তা
ল আদি রঙ্গন কেসরী ।। পলাস বাদাম আম্র জাম ম
নোহর। খেজুর গুবাক টাবা দেখিতে সুন্দর ।। সারি২
রম্ভাতরু আছয়ে রোপন। নানারূপ কদলি ফলিয়া অ
গণন ।। নন্দন কানন জিনি ইন্দ্রের উদ্যান। ছয় রাগ
ছত্রিশ রাগিণী অধিষ্ঠান ।। মন্দ২ সমীরণ বহিছে মার
ত। বৃক্ষেবসি পক্ষিগণে ডাকিছে অদভুত। সারী সুক
সুখে২ পল্লবে বসিয়া। গানকরে শুশ রতে মোহিত
হইয়া ।। নলিনীর মধপান করে মধুকর। ডালেতে বসি
য়া ঝঙ্কারিছে পিকবর ।। দেবাসুর মোহিতহয় শুনিয়
সেশর। ঋষির টলয়ে মন ত্যজয়ে অম্বর ।। য হেরয়ে
সে উদ্যান মোহিত সেহয়। যাহার মধ্যেতে আছে প
বন তনয় ।। অর্জুনের বল জানিবার হনুমান। শয়ন
করিল বীর যুডিয়া উদ্যান ।। আনন্দিত হয়ে হেথা প
ণ্ডব কুমার। মৃগমারিবারে বীর কৈল আগুসার ।। অ
র্জুন বলেন তুমি পথে পড়ে কে। মৃগ মারিবারে যাব
পথ ছাডি দে। হনুমান বলে উঠিবার সক্তিনাই। লং
ঘন করিয়া মোরে যাহ তুমি ভাই ।। পার্থ বলে বৃদ্ধ
তুমি হও বানর। কেমনে লংঘিব আমি শুনহ বান

র ।। হনুমান বলে যদি না লংঘিবে মোরে । পুচ্ছ তুলি রাখ তবে পথের কিনারে ।। এতেক বচন যদি মারুতি কহিল। মনে২ অর্জ্জুনের গৌরব হইল ।। আমি মহাবীর রথি কেবা মোরে আছে। তুলিব কপির পুচ্ছ কোন যজ্ঞ বটে ।। গাণ্ডিবের হূল দিল তুলিবার তরে। তথাপি কপির পুচ্ছ নাড়িতে নাপারে ।। বিস্ময় হইয়া মনে ভাবে ধনঞ্জয়। কপির দেখিয়া তেজয়ে পাইল ভয় ।। ভুমে রাখি সরাসন আকাড়িয়া ধরে। তথাপি কপির লেজ তুলিবারে নারে ।। অহঙ্কার হৈলা চূর্ণ পার্থ মহাশয়। কেবটহ ভাই তুমি দেহো পরিচয় ।। চিনিতে নাপারি আমি কেবাবট তুমি। সন্দেহ জন্মিল পরিচয় চাহি আমি। হনূমান বলে মোর শুন পরিচয়। মারুতি আমার নাম পবন তনয় ।। শ্রীরামের দাস আমি শুনহ ফালগুনি। অর্জ্জুন বলেন তাকে আমি নাহি জানি ।। হনূমান বলে রামে যদি নাহি জান। সংখেপেতে বলি শুন শ্রীরামের গুন ।। অযোধ্যা নগরে দশরথ মহাতেজা। সপ্তদীপ পৃথিবীর মধ্যে সেই রাজা ।। বিবাহ করিলা তিহো অনেক যুবতী। এত রাণীর মধ্যে কার নাহিক সন্ততি। প্রথম রাণী কৌশল্যা নামেতে পাটরাণী। তারগর্ভে রামচন্দ্র জন্মিলা আপনি ।। পঞ্চম বৎসরেরকাল তাড়কা মারিল। পদরজে অহল্যা পাষাণ মানব হ

হইল॥ জনকের গৃহে ধনু রাখে ভৃগুমুনি। তপস্যা যাই রণ মুনি চলিলা আপনি। কহিলেন যেইজন ধনুর্ব্বাণ ভাঙ্গিবে। ইহাতে অন্যথা নাহি সীতা বিভা দিবে। এতবলি ভৃগুমুনি তপস্যাতে গেল। দেশে২ এই বার্ত্তা জনক পাঠাইল॥ আইল অনেক রাজা সহ পুত্রগণ। সভাকরি সবাকারে বসায় রাজন॥ দেব আদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর। যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষ হৈল্য একেশ্বর। ধনু দেখি সবাকার লাগে চমৎকার। আছুক ভাঙ্গিবার কায লাগে বড় ডর। মহেশচন্দ্র দাসে ভনে সপ্তমের কথা। পানকর সুধারস খণ্ডে ভব ব্যথা॥

পয়ার। সেই ধনু ভাঙ্গি রাম সীতা বিভা কৈল। ঊর্ম্মিলা দুহিতা রাজা লক্ষণেরে দিল॥ কুশধ্বজ দুই কন্যা ভরত শত্রুঘ্নে। দেসে আইল চারিজন আনন্দিত মনে॥ পথে রাম ভৃগু মুনির দর্প চূর্ণ করি। প্রবেশ করিলা আসি অযোধ্যা নগরী॥ একদিন রামে রাজা করিবার মনে। আওজোগ করে রাজা বিবিধ বিধানে। আচম্বিতে কেকয়ী আসি প্রমাদ পাড়িল। চতুর্দ্দশ বৎশর রামেরে বনে দিল॥ প্রতিজ্ঞা পালিতে রামের যাইতে হৈল বন। সঙ্গেতে চলিলা সীতা অনুজ লক্ষণ॥ পঞ্চবটি কাননেতে করিলেন স্থিতি। সুর্পনখার নাক কাটি করিল দুর্গতি॥ অরণ্যে সীতা হরে লইল রাবণ। সীতা অন্যাষণে ফিরে ভাই দুইজন॥ পম্পা বানর

...লাম মোরা গিরির সমুখে। শ্রীরামে মিলিনু মোরা ...নের কৌতুকে। সুগ্রীবের সঙ্গেতে মৈত্রতা কৈল রাম ...কিস্কিন্দাতে বালিরাজার বধিল পরান॥ সু...সেন কে... জাম্ব্‌বান নল নীল। যাহা হইতে গেলো সমুদ্... ...লিল॥ রামের সহায় হৈল সুগ্রীব বানর। সহায় ...ঙ্গদ হৈল বালির কুমার॥ এতশুনি হনুমানে ধনঞ্জ... ...বলে। কহ ভাই কেমনেতে সাগর বান্ধিলে॥ হনূ... ...ান বলে ভাই বহুকষ্টপায়্যা। দুর্জ্জয় সাগর বান্ধি ...গাছ পাথর দিয়া॥ কপিগণ যথে যুথে গাছ পাথ... আনে। নল নীল দোঁহে কৈল সাগর বন্ধনে॥ ত ...বতো সাগর রাম হইলেন পার॥ সবংশে রাক্ষস ...গণে করিলা সংহার॥ ইন্দ্রজীত অতিকায় বধিলা জী... ...ন। অবশেষে রাবণেরে করিলা নিধন॥ বিভীষণে সমর্পণ করি লঙ্কাপুরী। রাজা হইলেন গিয়া অযো... ...ধ্যা নগরী॥ হেন রামের দাস আমি হনুমান কয়। শুনিয়া গৌরব করি কহে ধনঞ্জয়॥ থিক থাক্ক হনুমান তোমার বীরত্ত। তুমি থাকিতে এতদুঃখ পা... ...ইলা জগন্নাথ॥ থিক থাকুগ রাম লক্ষ্মণের বীরপনা। বনের বানরে এত পাইল পাইল যন্ত্রণা॥ শ্রীরাম লক্ষ্ম... ...ণ দোঁহে জগতঈশ্বর। তবে কেন দুঃখ পায়ে বান্ধিল সাগর॥ শুন হনু আমি যদি সেকালে থাকিতাম। এক ...শর দিয়া আমি সাগর বান্ধিতাম॥ গৌরব করিয়া বীর

কহে বারে২। হনু বলে তাহে ভর সহিতে নাপারে।
গৌরব করিয়া পুনবলে ধনঞ্জয়। তোমার মত লক্ষ বা
রের ভর সয়।। হনু বলে মোর ভর সহিতে পারে য
তব দাস হৈয়া আমি রব নিরবধি।। মম ভার সহে য
দাস হয়ে রব। নতুবা তোমার আগি জীবন বাধিব
সত্য২ ধনঞ্জয় কহে বারেবার। এইমত পোনাপো
হইল দোহার।। পোনকরি দুইজন করয়ে গমন। দা
ভ:ন পার্থ স্তব করে নারায়ণ।।

অথ অজ্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

ত্রিপদী। কোথা প্রভু নারায়ণ; দেহ আসি দরশন;
দ্ধারহ প্রতিজ্ঞা হইতে। তবে মুক্ত এইদায়; হই আ
যদুরায়; নহে প্রাণ যায় কপি হাতে।। ওহে প্রভু দী
বন্ধুঃ অনাথ জনের বন্ধু; পাণ্ডবের সখা নারায়ণ। জ
ন্নাথ মুরহরঃ পদ্মনাভ গদাধর; গোপীনাথ গোপের
ক্ষণ।। লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন; পদ্মপলাশ লোচনঃ মদ
মোহন; গোপীকান্ত। পাণ্ডবের সখা হরি; আসি প্র
ত্বরা করি; বারেক করহ আসি শান্ত। প্রহলাদেরে ক
মতে; রাখিলে হে যতনেতেঃ বিষপান হস্তী পদতলে
অগ্নিকুণ্ডে অবশেষে; ফেলাইল ধরি কেশে; নারী বে
শে ভক্তেরে রাখিলে। তৎপরে সমুদ্র নীরে; ফেলাই
প্রহলাদেরে; তব নামে তরিল তাহাতে। তব বৈরী
দৈত্যরায়; বিনাশ করিলে তায়; ধরি নরসিংহ আক

তে।। ভক্তের কারিয়া দয়া; দিয়া চরণেতে ছায়া; শিং
সনে কৈলে দণ্ডধর। হইয়া বামন রূপ; ছলিবারে
ভূপ; পাতালেতে রাখিলে সত্যর। হইয়া দারি
হার; রক্ষ বলির দুয়ার; তব মায়া কেপ রে বুঝিতে
ামি অতি হীন তপা; নাহিক তোমার কৃপা; ওইভয়
াই মনেতে।। মৎস্য কূর্ম নারায়ণ; হিরণ্যক্ষ বিনাশ
মুকুন্দ মাধব বনমালী। কেজানে তোমার তত্ত্ব;
মি রজ তম সত্য; রক্ষিলে রাধারে হ'য়ে কালী।। আ
নের দর্প হরি; অনায়াসে ভনজন করি; রক্ষা কৈলে
মতী রাধারে। এইরূপে শ্রীহরির; স্তব করে পার্থবী
অন্তরে জানিলা নারায়ণ। শ্যাম সরোবরে বাস;
ভয়ার বৃত্ত দাস; মহেশ্চন্দ্র দাসে বিরচন।।
ায়ার। দুই বীর উপনীত সাগরের কূলে। বান্ধহ সা
র বীর অর্জ্জুনেরে বলে।। গুরুকে প্রণাম করি পার্থ
ড়ে শর। এক বাণে দৈহাজার বান্ধিলা সাগর। বান্ধি
সাগর দশ হা'ায় জোজন বাকি। পার্থ বলে চড়
াসি ভার সহে নাকি।। হনুমান বলে বাকি অর্জুন
াজন। তবে আরোহন হব করহ বন্ধন।। পার্থ কন
ক্তি জোজন বান্ধিলাম সাগর। দশহাজার জোজন
ান্ধিতে কিবা ডর।। শুনি নিজরূপ ধরে পবন নন্দন।
দহ বাড়াইল বীর সতেক যোজন।। মাথার মুকুট
ায়া গগনে ঠেকিল। জয় সীতারাম বলি হুহুঙ্কার দিল

প্রলয়ের মূর্ত্তি যেন বীর হনূমান। দেখিয়া অর্জুন
বীরের উড়িল পরাণ॥ আকৃতির রূপ দেখি অর্জুনের
ত্রাস। মনে২ ডাকে মোরে রাখ শ্রীনিবাস॥ তোমা
নে হনূমানের হাতে বুঝি মরি। শীঘ্র আসি রক্ষা কর
পাণ্ডব হরি॥ বারে বারে ডাকি আমি
প্রভু মোর রাখ। এবার সংকটে মোরে পাসরিয়া
থাক॥ পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি। তোমা
বিনে পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি॥ মরিতার দায় নাই
অপমান হবে। দয়াল গোবিন্দ বলে কেমনা ডাকিবে
এইমত পার্থ স্তব করিল বিস্তর। হেথা নিদ্রা রুক্মীনি
সহ গদাধর॥ নিদ্রাজ্ঞান রমানাথ শুবর্ণের খাটে,
অর্জুন ক্রোন্দনে প্রভুর প্রাণ কান্দি উঠে॥ খাটে হই
তে গাত্তলিয়া উঠিয়া বসিল। রুক্মীনি দেবির মন
চঞ্চল হইল॥ লক্ষ্মী কয় কেন প্রভু চঞ্চল শ্রীহরি। মনে
বুঝি হইল কোন রসবতি নারী॥ কৃষ্ণবলেন কেবল
বসেছে তোমার মন। যেকারণে উঠিলাম শুনহ কথন
কৃষ্ণবলেন অর্জুন ডাকিছে বড দায়। রাখ বন্ধ্যাধনঞ্জয়
ডাকিছে আমায়॥ পাণ্ডব অধিন আমি পাণ্ডবের বে
না। ভক্তের অধিন আমি শুন সত্তভামা॥ ভক্ত থাকি
সে শুখে তাহাতে আমি শুখি। ভক্তপাইলে দুখ তাতে
হইব দুখি॥ যেই দিনে ভক্ত মোর কিছু নাহি খায়,
সেই দিন লক্ষ্মী মোর উপবাস জায়॥ এত বলি গমন

করিলা যদুরায়। পাণ্ডব কারণে আসি উদিলা দরিআয়
যাহার উদ্দিশ নাই পায় মুনিগন। হেন কৃষ্ণ জলে ডুবে
পাণ্ডব কারণ।। ভক্তের কারণে তবে মঙ্গন্দ মুরারি।
রঘুনাথের মূর্ত্তি হইলা জটাবাক ধারি।। বাণে মঙ্গা
দিয়া রণ জলের ভিতরে। হনূমান চড়িগিয়া বান্ধের
উপরে।। যেখানে২ হনূপদ দিয়া জায়। মাথা দিয়া সেই
স্থানে ধরে জদুরায়।। ভাঙ্গিতে নাপারে বাঁধ
লম্ফ ছাড়ে। গোবিন্দ ধরেছে বাঁদ তিলেক নাহিনড়ে
হনূমানের পদ ভরে কৃষ্ণ বেথা পায়। মুখ দিয়া গোবি
ন্দের রক্ত বাহিরায়।। ঝলকে২ রক্ত মুখ দিয়া উঠে।
প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করে অর্জুন নিকটে।। এমন আশ্চর্য্য
নাহি দেখি কোনকালে। আজিকেন ধনঞ্জয় রক্ত উঠে
জলে।। পাথবলে সরে মোর হিঙ্গুল আছিল। সনিতে
ধৌউত হয়া রক্ত বর্ন্ন হইল।। ত্বরিত হইয়া তুমি করহ
গমন। শুনিচমকিত হইলা পবন নন্দন।। নিশ্চয় নরের
হাতে হইল অপমান। দেখি কোথা আছে মোর দুর্ব্বা
দলশ্যাম।। এতেক মোনেতে ভাবি দেখে ধ্যান করি।
অজোধ্যাতে না দেখিল গোলক বেহারি।। ধ্যানেতে
দেখিয়া হরি বৈকণ্ঠ নগর। দেখেন তথায় নাই রাম
রঘুবর।। সপ্তসর্গ দেখে হনূ মোনে করি ধ্যান। সপ্ত
দ্বীপ প্রথিবিতে না দেখিলা রাম।। সপ্ত পাতাল হনূ
দেখিলা ধ্যান করি। জলের ভিতর দেখে মঙ্গন্দ মুর

রি।। বানে মাথা দিয়া আছেন কমললোচন। দেখি
য়া বিস্ময় হইলা পবন নন্দন।। তোমার সমান ভক্ত
নাহি কোনজন। তোমার কারণে হরি জলেতে ডুবিয়া
আছিলেন রামচন্দ্র বাণে মাথা দিয়া।। এইসব কথা
কহেন পবন নন্দন। অর্জুন বলেন শুন আমার বচন
তোমাসম বীর নাহি এতিন ভুবনে। চক্ষে নাহি দে
খি কভু নাশুনি শ্রবণে।। এতবলি প্রশংসা করিয়া বী
রমানে। ভুমেতে লুটিয়া বীর প্রণমে চরণে।। অন
ন্তীতে দারাবতী গেলা নারায়ণ। পর্য্যঙ্কেতে আসি
প্রভু করিলা শয়ন।। হনুর নিকটে পার্থ হইয়া বিদা
য়। দারাবতী শ্রীকৃষ্ণের দরশনে যায়।। মনেং ধনঞ্জয়
করে অনুমান। বিপাকে ঠেকায়েছিল বীর হনুমান।
এ ভুমনে অনুমান করিয়া ফালগুনি। উপনীত হৈল
যথা দেব চক্রপানি।। রত্নপালঙ্কেতে কৃষ্ণ করিয়া শ
ন। সেবিছেন সত্যবতী দুখানি চরণ।। হেনকালে
অর্জুন হইল উপনীত। অর্জ্জুন দেখিয়া প্রভু উঠি
লা ত্বরিত।। হাত পসারিয়া পার্থে কৈল আলিঙ্গ
কহ ভাই কিকারণে হৈল আগমন।। কেমন আছ
য়ে কহো রাজা যুধিষ্ঠির। কেমন আছয়ে কহে
বৃকোদর বীর।। সহদেব নকুল কুশল কহ শুনি। কে
মন আছয়ে কহো দ্রৌপদ নন্দিনী। পিতৃসমা কুন্তী
দেবী আছেন কেমন। একে একে কহ বীর শুনি

রণ। অর্জ্জুন বলেন শুন দেবকী কুমার। তোমার কৃ
পাতে প্রভু কুশল সবার॥ কিন্তু এক কথা কহি শুন
নারায়ণ। হনুমান হাতে আজি হারাতেম জীবন॥
ঈষৎ হাসিয়া দেব কহিতে লাগিল। কহ দেখি হনু
মহ কবে দেখা হৈল॥ অর্জ্জুন বলেন শুন দেবনা
রায়ণ। বনে বনে ফিরি আমি মৃগয়া কারণ॥ দৈব
যোগে পথ মাঝে আছেন পড়িয়া। আমারে কহিলা
তুমি ল্লাহত লংঘিয়া॥ আমি কহিলাম তোমায়
লংঘিতে নাপারি। হনুমান কহে রাখ মম পুচ্ছ
ধরি॥ আক্কাড় করিয়া লেজ রাখিতে নারিনু। প
রিচয় দেহো বলি তাহারে কহিনু॥ নিজ পরিচয়
দিলা পবন নন্দন। যেরূপেতে জলনিধি করিলা ব
ন্ধন॥ আমি কহিলাম দুঃখ পাইলে বিস্তর। এক সরে
বান্ধিবারে পারিতাম সাগর॥ পণ করি দোহে গে
লাম সাগরের তীরে। নবতি যোজন সাগর বান্ধি
এক শরে॥ বিশম্ভর রূপে হনু বাণেতে চাপিল।
দেখিয়া আমার মনে শঙ্কা উপজিল। কতদূর গিয়া
তীর পাড়ে আসি পড়ে। অনেক করি আমারে মারিল
এক চড়ে॥ ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার
নিবেদন করি প্রভু চরণে তোমার॥ কভু ক্ষিতি
মাঝে হেন নাহি হেরি বীর। সুমেরুর চূড়া জিনি যা
হার শরীর॥ আতঙ্কেতে অঙ্গ কাঁপে যাহারে দেখি
[illegible] ॥ কোন রূপ

কুরুগণ করি তার বাখান। ত্রিভুবনে বীর নাহি তাহা
। সমান ।। এতবলি পার্থ বীর কাঁপে থরেথর। দেখিয়া
উত্তর তারে দিলা গদাধর ! কৃষ্ণ বলেন শুন সখা আমা
র বচন। অবিলম্বে আন হেথা পবন নন্দন ।। মোর
নাম লয়্যা তুমি যাহো শীঘ্রগতি। আন হনুমানে
ম লয়ে অনুমতী ।। এত শুনি পার্থ বীর করিলা গম
ন। যেখানে বসিয়া আছে পবন নন্দন ।। সেইখানে ম
হাবীর উপনীত হৈল। যোড়করে আসি সম্মুখেতে দা
ণ্ডাইল ।। অর্জুন বলেন শুন পবন নন্দন। তোমা লু
বারে পাঠাইলা নারায়ণ ।। অবিলম্বে দ্বারাবতী চ
এইক্ষণে। হনুমান বলে যাব কি কার্য্য সেখানে। হনু
মান বচনেতে অর্জুন ফিরিল। পুনরপি দ্বারীকাতে
উপনীত হৈল ।। অর্জুনে দেখিয়া কহে দেব নারায়ণ
কহ দেখি কতদূরে আইসে হনুমান। অর্জুন কহেন
প্রভু হনু না আইল। তব নাম শুনি সেই অগ্রাহ্য ক
রিল ।। শুনিয়া হাসি দেব যদুপতি। পার্থের গোচরে
তবে কহেন ভারতী ।। পুনরপি যাহ সখা যথা হনুম
ন। কহ গিয়া তোমারে ডাকিছেন সীতারাম ।। পার্থ
বলে শুন প্রভু নিবেদন করি। হনুমান নিকটেতে য
ইতে শঙ্কা করি ।। শুনিয়া অভয় দিয়া পাঠান তাহারে
অনুমতি পায়ে বীর চলিলা সত্বরে ।। অভয় পাইয়া
বীর করিলা গমন। হনুমান নিকটেতে দিল দরশন।
পার্থ বলে শুন২ পবন তনয়। অবিলম্বে দ্বারাবতী চল

হ তরায় ॥ অর্জ্জুন বচনে বীর একদিষ্টে চায়। পার্থ বলে সীতারাম ডাকিছেন তোমায় ॥ রাম নাম শুনি বীর আনন্দে বিভোল। আই ২ বলিয়া অর্জ্জুনে দিল কোল ॥ ধন্য২ ভাই তুমি বড ভাগ বান। নয়নে দেখিলে তুমি দুর্ব্বাদল শ্যাম ॥ আজি দেখ হইল মম সার্থক জীবন। দেখিব নয়ানে আজি কমল লোচন ॥ হেথা দেব নারায়ণ আনন্দিত মনে। সত্যভামায় কহে সীতা হইয়া বইস বামে। সত্যবতী কহে আমি সীতা হইতে নারি। নারায়ণ কহে তবে কথা হইল ভারি ॥ হনুমান আইলে পরে হইবে প্রলয়। এহা বলি রুক্মিণীকে ডাকেন মহাশয় ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি ভীষ্মক দুহিতা। নারায়ণ বামেতে বসীলা হয়্যা সীতা ॥ বলদেব লক্ষণ হৈয়া ছত্র ধরে সীরে। দুইপাশ দোহে চামোর ব্যজয়ে শরীরে ॥ রামরূপে বৈসে প্রভু রত্ন সিংহাসন। হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥ ভূমে গড়াগড়ি দিয়া পবন তনয়। কৃতাঞ্জলি করপুটে রঘুনাথে কয় কিকারণ ডাকিলে হে জগতঈশ্বর। দিবস সফল আজি আমি ভাগ্যবর ॥ এতবলি ভূমে লোটি প্রণাম করিয়া। স্তব করে নানামত গলে বস্ত্র দিয়া ॥ ওহে প্রভু সীতানাথ রাবণ ধ্বংস কারি। সমন দমন হরি মুকুন্দ মুরারি ॥ হেলাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হেলায় সংহার। তোমারে যত্নেক মায়া বুঝা অতিভার ॥ অনন্ত নাপায়

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তোমার কারণ। জন্ম অবধি আর স্বধামে গমন ॥ তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়। সত্ত্ব রজ তমগুণ তুমি বিশ্বময় ॥ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপধারি। রাবণে করিলে ধ্বংস রামরূপধরি ॥ তৎপরেতে এক অংশ রেবতী রমণ। জগন্নাথ রূপি পরে দেবনারায়ণ ॥ অনাদি অনন্ত তুমি কে জানে মহিমা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা ॥ আমি অতি মূঢ়মতি পবন তনয়। কৃপা করি পদছায়া দেহ দয়াময় ॥ এইমতে স্তব করে পবন নন্দন। উঠি আলিঙ্গন কৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ পারিজাত মালা ছিল শ্রীহরির গলে। আশির্ব্বাদী হনুমানে দিলা কুতূহলে ॥ মাল্য পায়ে হনুমান মস্তক নোয়ায়। পুনর্ব্বার পড়ে আসি শ্রীরামের পায় ॥ দক্ষিণ চরণ দিলা হনুমান মাথে। অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখে নয়নেতে ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধেয়ানে না পায়। হেন পদ দিলা প্রভু হনুর মাথায় ॥ রঘুনাথের রূপ হনু করে নিরিক্ষণ। অন্যেরে নিরক্ষয়ে সীতার চরণ। রাম কহেন আইলে যদি বাছা হনুমান। চিরদিন দেখা নাহি করহ প্রণাম ॥ হনুমান বলে প্রভু নিবেদন করি। তোমার মহিমা প্রভু বুঝিতে না পারি ॥ ত্রেতাযুগে তুমি ধরেছিলে গাণ্ডিব বাণ। এবে বংশিধর তোমায় দেখি ভগবান। একত্র থাকিত তব জনক নন্দিনী। এখন দেখিতে পাই মায়ের সতিনী ॥ হনুর বচন শুনি দেবনারায়ণ। গাণ্ডিব ধ

প্রভু বসিলা তখন॥ হনুর রাখিতেমন বলেন গদা
র। শুনহ আমার বোল পবন কুঙর॥ সীতার পশ্চা
আছে ভীষ্মক দুহিতা। বিবাহ নাকরি আমি শুনহ
ত্যকথা॥ সত্যবতীর মনেতে গৌরব যতছিল। হনু
ান আসিতে গৌরব চূর্ণ হৈল॥ বারে২ হনুমান ক
রছে প্রণাম। দুনয়নে অশ্রুজল বহে অবিরাম। হনু
ানে আলিঙ্গন দিলা যদুরায়। অর্জুনে দিলেন আজ্ঞা
র গিয়াপায়॥ মারুতির পদে আসি অর্জুন পড়িল।
দনকতক সহায় বলিয়া আজ্ঞাদিল॥ রাম অবতারে
হায় আছিলে যেমন। কৃষ্ণ অবতারে সহায় হইবে
তমন। অতএব অর্জুনের সহায় হইবে। কদাচিত আ
ার বচন নালঙ্ঘিবে॥ হনু বলে তুমি প্রভু যাহার সা
থি। এচৌদ্দ ভুবনে তার নাহি দেখি ক্ষতি। হনুমান
ল প্রভু করি নিবেদন। মনুষ্যের সহরণ নাকারক
ন॥ তবে যদি আজ্ঞাকর যুদ্ধ নাকরিব। যুদ্ধকালে অ
ুনে রথধ্বজে রব॥ অর্জুন দিবেন যবে ধনুকে টঙ্কা
। ততক্ষণে আমিহ ছাড়িব হুহুঙ্কার॥ রথের ধ্বজায়
ামি করিব গর্জ্জন। সব্দশুনি অস্থির হইবে কুরুগণ।
র পায়। ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে। হনুমান বীর গেল
াপনার স্থানে॥ ব্যাসের আদেশে কবি মহেশচন্দ্রে
য়। এতদূরে অর্জুনের গৌরব ভঞ্জন সায়॥ ইতি

সমাপ্তঞ্চ গ্রন্থঃ।

মহাভাগবতউক্ত

অর্জ্জুনের গৌরব ভঞ্জন

নামক গ্রন্থঃ।

বৈশম্পায়ন মুনিবক্তা শ্রোতা রাজা জন্মেজয়

স্যাম পুকুর্ষ্ট্রিট নিবাসী

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস দে কর্ত্তৃক

পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া

ইদানীং

শ্রীতিনকড়ি সার্করার অনুমত্যানুসারে

শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

এই গ্রন্থঃ যাহার প্রয়োজন হইবেক তাহারা

মোকাম জমারটুলীর ২০৯।২ ভবনে অনুসন্ধান

করিলে পাইতে পারিবেন।

ইতি সন ১২৬৩ সাল তারিখ ১৯ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

শরণং ।।

অথ গণেশ বন্দনা ।

ত্রিপদী । নমঃ২ বিঘ্নরায়, লম্বোদর মহাকায়ঃ ছিন্নদন্ত
গজের বদন । অঙ্গে সিন্দুর ভুষণ; গণপতি ত্রিলোচন,
রক্ততপা লোহিত বরণ ।। শঙ্খ চক্র গদাম্বুজঃ সুশোভি
তঃ চারি ভুজ; অঙ্গদ বলয়া বিভুষিত । উরে পারিযাত
মালে; মধু লব্ধ ভৃঙ্গ জালেঃ ক্ষুব্ধ মুগ্ধ আঙ্গন ক্ষুধিত ।।
ত্রিবলি শোভিত কিবা; নিতম্ব অবনী নিভা; ভুজঙ্গ ম
শুভ যজ্ঞসুত্র । কিবা শোভা কটিতটেঃ পরিধান ত্তিকী
বাটে; সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদ সিব পুত্র । জিনিয়া কদলিতরু
উরু ক্রমে স্থুল সরুঃ বিঘ্ন বিনাসন গণপতি । আমি অ
তি শিশু তমিঃ ভক্তি হীন মনপশু; অকৃতজ্ঞ হরমে দুগ

তি ।। জিনি ফুল কোকনদ; মানস লোভিত পদ; মধু মুঞ্জির নুপুর বাজে। ইন্দুর বাহনে ভর; বিনায়ক বিঘ্ন হর; উরদেব হ্যচ্ছ স্নোজরাজে ।। অগ্র পুজ্য দেবতার বন্দনীয় বিধাতার; মহা যোগী যোগেন্দ্রের মান্য। মন্দারেতে পুরন্দর; ওয়া পুজে নিরন্তর; হও তুমি অমরাগ্র গণ্য ।। জপ হোম যাগ আদি; অগ্রে তব পুজা বিধি; নহিলে সে কর্ম্ম সিদ্ধি নয়। বিঘ্নপতি তুমি বট; বিঘ্নপতি সন্নিকট; অনায়াসে মহা বিঘনহয় ।। হর বিঘন গজানন; আমি অতি আকিঞ্চন; গতি মতি ভজন বঞ্চিত। নাহি ভক্তি ব্রতি নিষ্ঠা; সর্বদা চিত্তে অনিষ্ঠা; সার মাত্র তমাম সঞ্চিত।। নিজ গুণে কর কৃপা; রাখ বালকেরে বাপা নিতান্ত মানস কম্পিতায়। দয়া দৃষ্টি দিয়া লেশ; রচাও প্রভু গণেশ; ত্রিপদী তে মহেশচন্দ্র কয়।।

অথ যোগাদ্যার বন্দনা।

পয়ার। জয়ং যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামে বাসি। অবনীতে মহাস্থান গুপ্ত বারানসি ।। বাম হস্তে খর্পর মাত্র দক্ষিন হস্তে খাণ্ডা। লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিলা উগ্রচণ্ডা ।। তব পূজা রাবণ রাজা করিত চিরকাল। তোমার সেবে স্বর্গ মর্ত্ত্য জিনিল পাতাল ।। রাবণ হরিল রামের সীতা নামে নারী। সীতার উদ্দেশে হনু গেলা লঙ্কাপুরি ।। লঙ্কা সমাপণ কৈলা হনুমানের তরে। পাতালে রহিলা মহি রাবণের ঘরে ।। মহি রাবণের ত

বধি হৈল রাম। পাতালে লইয়া গেল লক্ষণ শ্রীরাম রামের উদ্দেশে যখন গেলা হনুমান। মহির মুণ্ড কাটিয়া দিলেক বলিদান।। সঙ্গে করি লৈয়া হরি আইলা দশভূজা। অবনী মণ্ডলে আসি কৈল তবপূজা।। বামস্কন্ধে লক্ষণ দক্ষিণ স্কন্ধে রাম। মাথায় প্রতিমা করি চলে হনুমান।। দেসের মধ্যেতে আছে বাত্রা গুপ্ত গ্রাম। ক্ষীরতরু নামে বৃক্ষ অতি অনুপাম।। বৃক্ষের কোঠরে থুইল বীর হনুমান। বিশ্বকর্মার তরে তবে দিলা আজ্ঞাদান।। অক্ষয় দেউল বিশাই করহ নির্ম্মাণ। সিদ্ধ পীঠ মহামায়া করহ স্থাপন।। হরিদত্তনামে রাজা আছিল শুইয়া। স্বপনে কহেন মাতা সিওরে বসিয়া।। আস্তে বেস্তে মহারাজ তুলিলেন গা। সিওরে বসিয়া দেখে সিওরে বসিয়া জগতের মা।। প্রণাম করিয়া কহে করি কৃতাঞ্জলি। দেবী বলেন নিত্যপুজা দেহ নরবলি।। নিত্য যদি ভগবতী দেহ প্রাণদান। আপনার পুত্র কাটি দিব বলিদান।। নহিলে মা নিত্য কোথা পাব নরবলি। দেবী কন শুন বাছা পূজার নিয়ম বলি। সমস্ত বৈশাখ গ্রামে হরিদ্রা না বাটি। সমস্ত বৈশাখ গ্রামে নাহি দিবে কাটি।। সমস্ত বৈশাখ সলিতা পাকাতে নাপাবে। কলু অস্তকার গ্রামে রহিতে নাদিবে।। পূর্ণ গর্ভবতী নারী রবে যারঘরে। সমস্ত বৈশাখ তারে রাখিবে অন্যন্তরে।। উত্তর দুয়ারি গৃহে নাকরিবে বা

গ। সন্ধ্যাকালে আরতি যোগাবে বারমাস ।। সমস্ত
বৈশাখ গ্রামে নাচ সিবে হাল। সক্রান্তি দিবসে পূজা
করিবে ছিরকাল ।। দেবীপূজা করেরাজা বিবিধ বিধা
ন। আপনার পুত্রেকাটি দিগ বলিদানে ।। সাতদি
ন পূজা কৈলা দিয়া সাতবালা। অবশেষে ক্ষীরগ্রামে ক
রিয়া দিলপালা ।। সমস্ত গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল
পূজারি ব্রাহ্মণের পালা একদিন হৈল ।। একপুত্র বই
বিপ্রের দিতীয় পুত্রনাই। কিদিয়া করিব পূজা অন্ত
য়ার ঠাই ।। প্রাণরক্ষা নাহিপাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে। স্ত্রী
পুত্র লইয়া দ্বিজ যায় পলাইয়ে ।। পস্থিরে থাকিয়া জা
নেন জগতের মায়। মোরভয়ে দুষ্ট দ্বিজ পলাইয়া
যায় ।। ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগুলিল গিয়া। এতরাত্রে
কোথাকারে যাহ পলাইয়া ।। কহহ দ্বিজবর যাহো
তুমি কোথা। হেনবুঝি পলায়ে যাহ খায়ে মোর মাথা
ব্রাহ্মণ কহেন মা কহিতে ভয়বাসি। যোগাদ্যা নামে
তে রাজা এনেছে রাক্ষসী ।। দেবীপূজা করে রাজা বি
বিধ বিধান। আপনার পুত্রেকাটি দিল বলিদান। সা
তদিন পূজা কৈল দিয়া সাতবালা। অবশেষে ক্ষীর
গ্রামে করেদিল পালা ।। সমস্তগ্রামেরপালা নি ভিয়া
গেল। আজি অভাগার পালা আজি সে হইল ।। প্রাণ
রক্ষা নাহিপাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে। স্ত্রীপুত্র লইয়া তেইয়া
কে পলাইয়ে।। এতেক শুনিয়া কহে দেবী কাত্যায়নী।

যার ডরে পলাও তুমি সেই দেবী আমি ।। বিনয় কা
য়া বিপ্র কহে দেবীর স্থানে । তুমি কাত্যায়নী আমি
নিব কেমনে ।। আশ্বিনে অম্বীকা মূর্ত্তি দেখিবারে পাই
তবে সে প্রত্যয় হয়ে ফিরে ঘরে যাই ।। দেবী কন দিবা
বর বৈমুখ হও তুমি । তোমার অগ্রেতে দসভূজা হই
আমি ।। বামেতে কার্ত্তিক মায়ের দক্ষিণে গণপতি । দু
ইদিকে সোভাকরে লক্ষী সরস্বতী ।। সিংহপৃষ্ঠে অ
রোহন দশভূজা রূপে । শুলহাতে বিন্ধে মাতা অ
রের বুকে ।। এতেক দেখিয়া দিজ করিল প্রণাম । স্বহ
স্তে আমার মুণ্ড লহ বলিদান ।। এতেক শুনিয়া কহেন
দেবী মাহেশ্বরী । দেবী বলে আমি ব্রহ্মহত্যা নাহি করি
এতেক কহিয়া মাতা আইলা মন্দিরে । নারীপুত্র ল
ইয়া দিজ ফিরে আইল ঘরে ।। একদিন মহামায়া ব
বৃক্ষ তটে । স্নানহেতু বসিয়াছে ধামাসের ঘাটে ।। অ
মারজনা করেন দেবী মাহেশ্বরী । হেনকালে শঙ্খ ল
ইয়া আইল শাখারি । কোথা হইতে আইলে বাছা কো
থা তোমার ঘর । কিসের পসরা তোমার মাথার উপর
সাখারি বলেন মাতা নিবেদন করি । সঙ্খের ব্যবসা
করি জাতিতে সাখারি ।। ভবানী বলেন শুন সাখারির
নন্দন । ওলাহ পসরা সঙ্খ দেখিব কেমন ।। সঙ্খ দেখি
ভুখি হৈল জগতের মাই । শ্রীরাম নামেতে সঙ্খ পাই
ল দুইবাই ।। ভবানী বলেন সঙ্খ পরিবরে আমি । স

খের উচিত মূল্য কহবাছ। তুমি।। সখের উচিত মূল্য
।।চতঙ্কা লহ। দুইবাই সখ মোরে পরাইয়া দেহ। শা
খারি বলেন মা বসিয়া আছ একা। যে মনে পরাব সখ
মনেপাই শঙ্কা।। কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার ঝিয়া
ী। তুমি শঙ্খ পরিলে কেদিবে টাকাকড়ি।। শুনরে
াখারি তোমরে পরিচয় দি। পুজারি ব্রাহ্মণ জিনি
আমি তার ঝি।। গম্ভিরের কোলঙ্কাতে পাচ তঙ্কা। আ
ছ। তঙ্কা লবে প্রসাদ পাবে যাহ পিতার কাছে।। যে
াজ্ঞা বলিয়া বর্ষ্কিক সখ নিয়া হাতে। একদৃষ্টে মায়ের
ানে লাগিল চাহিতে।। হাতেধরি সাখারি শঙ্করীপা
ন চায়। হাতে পদ্দ পায়ে পদ্দ দেখিবারে পায়।। এ
তক দেখিয়া বর্ষ্কিক মায়ের প্রতিকয়। কপট ত্যজি
ামাতা দেহ পরিচয়।। দেবীকন পরিচয় শুন বাছাধ
র। কপট ত্যজিয়া তোমে কহি র বচন।। বিপ্র বংসে
জন্ম মোর নাম ভগবতী। দুইপুত্র আমার কার্ত্তিক গণ
পতি।। দুই পুত্রে লয়্যা আমি থাকি পিতার ঘরে। দ
রিদ্র আমার পতি অন্নদিতে নারে।। মহামায়ার মায়া
বৈন্যা নারিল বুঝিতে। হাতে তৈল দিয়া সখ লাগিল
পরাতে।। সখপরাইয়া বেন্যা করিল প্রণাম। বিপ্রের
দুয়ারে বর্ষ্কিক করিল পয়ান।। কিকরিছ দিজবর গৃ
হতে বসিয়া। তোমার কন্যারে আইলাম শংখ পরা
ইয়া।। বলিতে২ গেলা দ্বিজের নিকটে। তব কন্যা সং

অর্জ্জুনের গৌরব ভঞ্জন।

পরে ধামাসের ঘাটে॥ ব্রাহ্মণ বলেন মোরে কি
নিলে বেন্যা। একসুত বই মোর দিতীয়ে নাহি কন্যা
শাখারি বলেন দিজ নাভাগুাহ মোরে। পাচতঙ্কা আ
ছে দেহ গন্ডির ভিতরে॥ এতেক শুনিয়া হৈল দিজের
মনে শঙ্কা। গন্ডিরের কোলঙ্গাতে পাইল পাচ তঙ্কা।
গন্ডিরের কোলঙ্গাতে পাচতঙ্কা পায়্যা। টাকাদিয়া বে
ন্যার কাছে পড়ে আছাড় খায়্যা॥ এতকাল সেবাক
রি না দেখিলাম মায়। যোগাদ্যা মাতারে সংখ পর
লে কোথায়॥ চল২ চলবাপু চল শীঘ্র গতি। কোনখ
নে সংখ পরেন কন। ভগবতী॥ ত্বরায় চলিলা দিজ
বণিক সংহতি। কৃপাকরি দরশন দেহো ভগবতী।
ব্রাহ্মণ রোদনে মাতারদয়া উপজিল। জলে হইতে দুই
বাই শংখ দেখাইল॥ ব্রাহ্মণ বলেন বেন্যা তুমিভ
গ্যবানে। যোগের যোগাদ্যা মাতায় দেখিলে নয়ানে
বেনে বলে ক্ষিতিমাঝে যতকাল জিব। বৎসর২ মাএ
সংখ পরাইব॥ এতেক বলিয়া বণিক বিদায় হইল
কান্দিতে২ দিজ গৃহেতে আইল॥ রজনীতে মহামা
য়া দেখান সপন। শুনহ ব্রাহ্মণ পিতা আমার বচন।
মনদুঃখ সম্বরণ কর মহাসয়। প্রত্যবধি দেখা দিব ধ্যা
নের সময়॥ এতবলি অদর্শন হৈলা নারায়ণী। কবি
হেমচন্দ্র ভনে ভরসা ভবানী॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ।

পয়ার। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা কহ তপোধন। তারপ
র কি করিলা পাণ্ডব নন্দন॥ অর্জুন গৌরব প্রভু কি
রূপে ভঞ্জন। সেই কথা বিস্তারিয়া কারব শ্রবণ। বৈস
পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। পাণ্ডবের কথা কিছু শুন
মহাশয়। পঞ্চভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমদিত। বহু দ্বিজ
গণ আর ধৌম্য পুরোহিত॥ অর্জুনের মনে হৈল বড
অপুমান। সংসারে নাহিক বীর আমার সমান। দ্রৌপ
দীর সয়ম্বরে পানেচাস নগরে। লক্ষ রাজাগণ জিনি আ
নিলাম কৃষ্ণারে। বেত্রাসুর নামে বীর মারিলাম বাণে
করিলাম দারুণ রণ সঙ্করের সনে। ইন্দ্রেরে তুসিলাম
দৈত্যগণ নাস করে। আমা সম বীর নাই এতিন সংসা
রে॥ খাণ্ডব দাহন করি তুসিনু অনল। সপ্তদ্বিপ পৃথি
বীরে করিলাম সিতল। মোর সম বীর কেবা আছে ত্রি
ভুবনে। আপনি ভাবিয়া বীর আপনা বাখানে॥ বৈস
পায়ন বলে শুন হে রাজন। অহঙ্কারে মত্ত হইলা পাণ্ড
ব মধ্যম॥ গাণ্ডিব লইয়া হাতে লোকে বারে বার
ভঙ্গ নাহি ফিরে কানন ভিতর॥ একদিন যুধিষ্ঠি
র বলিলা বচন। মৃগয়া করিতে ভাই করহ গমন॥
মৃত মারি ত্বরা করি আনহ ফালগুণি। ব্রাহ্মণ ভোজ
ন আজি করাইব আমি॥ এত শুনি পার্থ বীর শরা
সন হাতে। নির্ভয় হইয়া বীর চলে কাননেতে॥ চলি

লেন একেশ্বর মৃগয়া করিতে ।। দুইদিকে তরুগণ
ত সব নাম। অশ্বথ কপিথ বৃক্ষ অতি অনুপাম ।।
তিন্তিড়ী শ্রীফল বৃক্ষ সোভে সারি২ । গোতাল হিন্তা
আদি রঙ্গন কেসরী ।। পলাস বাদাম আম্র জাম ম
নোহর। খেজুর গুবাক টাবা দেখিতে সুন্দর ।। সারি২
রম্ভাতরু আছয়ে রোপন। নানারূপ কদলি ফলিয়া অ
গণন ।। নন্দন কানন জিনি ইন্দ্রের উদ্যান। ছয় রাগ
ছত্রিশ রাগিণী অধিষ্ঠান ।। মন্দ২ সমীরণ বহিছে মারু
ত। বৃক্ষেবসি পক্ষিগণে ডাকিছে অদভুত। সারী সুক
মুখে২ পল্লবে বসিয়া। গানকরে শুণারতে মোহিত হ
ইয়া ।। নলিনীর মধপান করে মধুকর। ডালেতে বসি
য়া ঝঙ্কারিছে পিকবর ।। দেবাসুর মোহিত হয় শুনিয়া
সেশর। ঋষির টলয়ে মন ত্যজয়ে অম্বর ।। য হেরয়ে
সে উদ্যান মোহিত সেহয়। যাহার মধ্যেতে আছে প
বন তনয় ।। অর্জুনের বল জানিবারে হনুমান। শয়ন
করিল বীর যুড়িয়া উদ্যান ।। আনন্দিত হয়ে হেথা প
শুর কুমার। মৃগমারিবারে বীর কৈল আগুসার।। অ
র্জুন বলেন তমি পথে পড়ে কে। মৃগ মারিবারে যাব
পথ ছাড়িদে। হনুমান বলে উঠিবার সক্তিনাই। লঙ্ঘ
ন করিয়া মোরে যাহ তুমি ভাই ।। পার্থ বলে বৃদ্ধ
মি হও কতর। কেমনে লঙ্ঘিব আমি হনুমান

র ।। হনুমান বলে যদি না লংঘিবে মোরে । পুচ্ছ
তুলি রাখ তবে পথের কিনারে ।। এতেক বচন যদি
মারুতি কহিল । মনেং অর্জ্জুনের গৌরব হইল ।। আ
ম মহাবীর রথি কেবা মোরে আছে । তুলিব কপির
পুচ্ছ কোন যত্ন বটে ।। গাণ্ডিবের হুল দিল তুলিবার
তরে । তথাপি কপির পুচ্ছ নাড়িতে নাপারে ।। বিস্ময়
হইয়া মনে ভাবে ধনঞ্জয় । কপির দেখিয়া তেজমনে
পাইল ভয় ।। ভূমে রাখি সরাসন আকাড়িয়া ধরে । ত
থাপি কপির লেজ তুলিবারে নারে ।। অহঙ্কার হৈল
চূর্ণ পার্থ মহাশয় । কেবটহ ভাই তুমি দেহো পরি
চয় ।। চিনিতে নাপারি আমি কেবাবট তুমি । সন্দেহ
জন্মিল পরিচয় চাহি আমি । হনূমান বলে মোর শুন
পরিচয় । মারুতি আমার নাম পবন তনয় ।। শ্রীরামে
র দাস আমি শুনহ ফালগুনি । অর্জ্জুন বলেন তাকে
আমি নাহি জানি ।। হনূমান বলে রামে যদি নাহি
জান । সংখেপেতে বলি শুন শ্রীরামের গুন ।। অযো
ধ্যা নগরে দশরথ মহাতেজা । সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর
মধ্যে সেই রাজা ।। বিবাহ করিলা তিহো অনেক
যুবতী । এত রাণীর মধ্যে কার নাহিক সন্ততি ।।
প্রথম রাণী কৌশল্যা নামেতে পাটরাণী । তার গর্ভে
রামচন্দ্র জন্মিলা আপনি ।। পঞ্চম বৎসরে কাল
তাড়কা মারিল । পদরজে অহল্যা পাষাণ মানব হ

ইল ॥ জনকের গৃহে ধনু রাখে ভৃগুমনি। তপস্যা ক
ণ মুনি চলিলা আপনি। কহিলেন যেইজন ধনুক
াঙ্গিবে। ইহাতে অন্যথা নাহি সীতা বিভা দিবে
এতবলি ভৃগুমনি তপস্যাতে গেল। দেসেং এই ব
ত্রা জনক পাঠাইল ॥ আইল অনেক রাজা সহ পুত্র
গণ। সভাকরি সবাকারে বসায় রাজন ॥ দেব আদি
গন্ধর্ব কিন্নর বিদ্যাধর। যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষ হৈলা একে
ত্তর। ধনু দেখি সবাকার লাগে চমৎকার। আচুকে
ভাঙ্গিবার কায লাগে বড় ডর। মহেশ্চন্দ্র দাসে ভণে
সপ্তমের কথা। পানকর সুধারস খণ্ডে ভব ব্যথা ॥

পয়ার। সেই ধনু ভাঙ্গি রাম সীতা বিভা কৈল
কনিষ্ঠ দুহিতা রাজা লক্ষণেরে দিল ॥ কুশধ্বজ দুই
কন্যা ভরত শত্রুঘ্নে। দেসে আইল চারিজন আনন্দি
ত মনে ॥ পথে রাম ভৃগু মুনির দর্প চুর্ণ করি। প্রবে
শ করিলা আসি অযোধ্যা নগরী ॥ একদিন রামে রাজ
করিবার মনে। আওজোর করে রাজা বিবিধ বিধানে
আচম্বিতে কেকয়ী আসি প্রমাদ পাড়িল। চতুর্দ্দশ বৎ
সর রামেরে বনে দিল ॥ প্রতিজ্ঞা পালিতে রামের য
ইতে হৈল বন। সঙ্গেতে চলিলা সীতা অনুজ লক্ষণ ॥
পঞ্চবটি কাননেতে করিলেন স্থিতি। সুর্পনখার নাক
কাটি করিল দুর্গতি ॥ অরণ্যে সীতা হরে লইল রাব
॥ সীতা অন্যাষণে ফিরে ভাই দুইজন ॥ পঞ্চ বান

ছিলাম মোরা গিরির সমুখে। শ্রীরামে মিলিন্ মোরা বনের কৌতুকে। সুগ্রীবের সঙ্গেতে মৈত্রতা কৈল রাম কিষ্কিন্ধ্যাতে বালির জার বধিল পরান।। সুসেন কেশরি জাম্ববান নল নীল। যাহা হইতে গেলো সমুদ্র জলিল।। রামের সহায় হৈল সুগ্রীব বানর।। সহায় অঙ্গদ হৈল বালির কুমার।। এতশুনি হনুমানে ধনঞ্জয় বলে। কহ ভাই কেমনেতে সাগর বান্ধিলে।। হনুমান বলে ভাই বহু কষ্ট পায়্যা। দুর্জ্জয় সাগর বান্ধি গাছ পাথর দিয়া।। কপিগণ যথে যথে গাছ পাথর আনে। নল নীল দোহে কৈল সাগর বন্ধনে।। তবেতো সাগর পার হইলেন পর।। সবংশে রাক্ষসগণে করিলা সংহার।। ইন্দ্রজীত অতিকায় বধিলা জীবন। অবশেষে রাবণেরে করিলা নিধন।। বিভীষণে সমাপণ করি লঙ্কাপুরী। রাজা হইলেন গিয়া অযোধ্যা নগরী।। হেন রামের দাস আমি হনুমান কয়। শুনিয়া গৌরব করি কহে ধনঞ্জয়।। ধিক ধিক হনুমান তোমার বীরত্ত। তুমি থাকিতে এত দুঃখ পাইলা জগন্নাথ।। ধিক থাকুগ রাম লক্ষণের বীরপনা। বনের বানরে এত পাইল পাইল যন্ত্রণা।। শ্রীরাম লক্ষণ দোহে জগত ঈশ্বর। তবে কেন দুঃখ পায়ে বান্ধিল সাগর।। শুন হনু আমি যদি সেকালে থাকিতাম। এক শর দিয়া আমি সাগর বান্ধিতাম।। গৌরব করিয়া বীর

হে বারেং। হনু বলে তাহে ভর সহিতে নাপারে॥ গৌরব করিয়া পুনবলে ধনঞ্জয়। তোমারমত লক্ষ বান র ভরসয়॥ হন বলে মোর ভর সহিতে পারে যদি তব দাস হৈয়া আমি রব নিরবধি। নম ভার সহে যদি দাস হয়ে রব। নত্ত্বা তোমার আমি জীবন বাঁধব॥ সত্যং ধনঞ্জয় কহে বারেবার। এইমত পোনাপোণ হইল দোহার॥ পোনকরি দুইজন করয়ে গমন। দাসে ভ ন পার্থ স্তব করে নারায়ণ॥

অথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

ত্রিপদী। কোথা প্রভু নারায়ণ; দেহ আসি দরশন; দ্ধারহ প্রতিজ্ঞা হইতে। তবে মুক্ত এইদায়; হই আমি যদুরায়; নহে প্রাণ যায় কপি হাতে॥ ওহে প্রভু দীন বন্ধুঃ অনাথ জনের বন্ধু; পাণ্ডবের সখা নারায়ণ। জগ ন্নাথ মুরহরঃ পদ্মনাভ গদাধরঃ গোপীনাথ গোপের র ক্ষণ॥ লক্ষীকান্ত জনার্দ্দনঃ পদ্মপলাশ লোচনঃ মদন মোহনঃ গোপী কান্ত। পাণ্ডবের সখাহরিঃ আসি প্রভু ত্বরাকরিঃ বারেক করহ আনি শান্ত। প্রহলাদেরে কত মতেঃ রাখিলে হে যতনেতে বিষপান হস্তী পদতলে। অগ্নিকুণ্ডে অবশেষেঃ ফেলাইল ধরি কেশেঃ নারী বে শে ভক্তেরে রাখিলে। তৎপরে সমুদ্র নীরেঃ ফেলাইল প্রহলাদেরেঃ তব নামে তরিল তাহাতে। তব বৈরী দৈত্যরায়ঃ বিনাশ করিলে তায়ঃ ধরি নরসিংহ আকা

রতে ।। ভক্তের রক্ষা করিয়া দয়া; দিয়া চরণেতে ছায়া; দি
সনে কৈলে দণ্ডধর । হইয়া বামন রূপ; ছলিবারে
লিভূপ; পাতালেতে রাখিলে সত্যর । হইয়া দারি
হার; রক্ষ বলির দুয়ার; তব মায়া কেপারে বুঝিতে
ামি অতি হীন তপা; নাহিক তোমার কৃপা; ওই ভয়
দাই মনেতে ।। মৎস্য কূর্ম্ম নারায়ণ; হিরণ্যক্ষ বিনাশ
ম মুকুন্দ মাধব বনমালী । কেজানে তোমার তত্ত্ব
মি রক্ষ তব সত্য; রক্ষিলে রাধারে হয় কালী ।। আ
নের দর্প হরি; অনায়াসে ভজন করি; রক্ষা কৈলে
সতী রাধারে । এইরূপে শ্রীহরির; স্তব করে পার্থ বী
অন্তরে জানিলা নারায়ণ । শ্যাম সরোবরে বাস;
তস্যার বৃত দাস; মহেশচন্দ্র দাসে বিরচন ।।
ায়ার । দুই বীর উপনীত সাগরের কূলে । বান্ধহ সা
র বীর অর্জ্জুনেরে বলে ।। গুরুকে প্রণাম করি পার্থ
ড শর এক বাণে নৈহাজার বান্ধিলা সাগর । বাকি
সাগর দশ হাজার জোশন বাকি । পার্থ বলে চড়
সি ভার সহে নাকি ।। হনুমান বলে বাকি অর্জ্জুন
জন । তবে আরোহন কর করহ বন্ধন ।। পার্থ কন
তি জোজন বান্ধিলাম সাগর । দশহাজার জোজন
ান্ধিতে কিবা ডর ।। শুনি নিজরূপ ধরে পবন নন্দন ।
হ বাড়াইল বীর সত্তর জোজন ।। মাথার মুকুট
য়া গগনে ঠেকিল । [illegible] হুঙ্কার দিল

প্রলয়ের মূর্ত্তি যেন বীর হনূমান। দেখিয়া অর্জুন বীরের উড়িল পরাণ॥ মারুতির রূপ দেখি অর্জুনের ত্রাস। মনে২ ডাকে মোরে রাখ শ্রীনিবাস॥ তোমা বিনে হনূমানের হাতে বুঝি মরি। শীঘ্র আসি রক্ষা কর পাণ্ডববর হরি॥ বারে বারে ডাকি আমি প্রভু মোরে রাখ। এবার সংকটে মোরে পাসরিয়া থাক॥ পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি। তোমা বিনে পাণ্ডবের নাহি অব্যাহিতি॥ মরিতার দায় নাই অপমান হবে। দয়াল গোবিন্দ বলে কেহ না ডাকিবে এইমত পার্থ স্তব করিল বিস্তর। হেথা নিদ্রা রুক্মিনির সহ গদাধর॥ নিদ্রাক্রান রমানাথ শুবর্ণের খাটে। অর্জুন ক্রোন্দনে প্রভুর প্রাণ কান্দি উঠে॥ খাটে হইতে পাত্তলিয়া উঠিয়া বসিল। রুক্মীনি দেবির মন চঞ্চল হইল॥ লক্ষী কম কেন প্রভু চঞ্চল শ্রীহরি। মনে বুঝি হইল কোন রূপবতি নারী॥ কৃষ্ণ বলেন কেবল বসেছে তোমার মন। যে কারণে উঠিলাম শুনহ কথন কৃষ্ণ বলেন অর্জুন ডাকিছে বড দায়। রাখ বল্যা ধনঞ্জয় ডাকিছে আমায়॥ পাণ্ডব অধিন আমি পাণ্ডবের কেনা। ভক্তের অধিন আমি শুন সত্যভামা॥ ভক্ত থাকিলে শুখে তাহাতে আমি শুখি। ভক্ত পাইলে দুখ তাতে হইব দুখি॥ যেই দিনে ভক্ত মোর কিছু নাহি খায়। সেই দিন লক্ষী মোর উপবাস জায়॥ এত বলি গমন

করিলা যদুরায়। পাণ্ডব কারণেআসি ডুবিলা দরিআয়
াহার উদ্দিশনাহি পায় মুনিগন। হেন কৃষ্ণ জনে ডুবে
াণ্ডব কারণ॥ ভক্তের কারণে তবে মঙ্গল মুরারি।
এযুনাথের মূর্ত্তি হইলা জটাবাক ধারি॥ বাণের থা
দিয়া রণ জলের ভিতরে। হনুমান চড়িয়া বান্ধের
উপরে॥ যেখানে২ হনুপদ দিয়াজায়। মাথা দিয়া সেই
ানে ধরে জদুরায়॥ ভাঙ্গিতে নাপারে বাঁদ দক্ষে
াক্ষ ছাড়ে। গোবিন্দ ধরেছে বাঁদ তিলেক নাহিলড়ে
হনুমানের পদ ভরে কৃষ্ণ বেথা পায়। মুখ দিয়া গোবি
ন্দর রক্ত বাহিরায়॥ ঝলকে২ রক্ত মুখ দিয়া উঠে।
ারুতি জিজ্ঞাসা করে অর্জ্জুন নিকটে॥ এমন আশ্চর্য্য
াহি দেখি কোনকালে। আজিকেন ধনঞ্জয় রক্ত উঠে
লে॥ পার্থবলে সরে মোর হিঙ্গুল আছিল। সনিতে
উত হয়ারক্ত বর্ণ্ণ হইল॥ ত্বরিত হইয়া ভূমি করহ
মন। শুনিচমকিত হইলা পবন নন্দন॥ নিশ্চয় নরে
াতে হইল অপমান। দেখিকোথা আছে মোর দুর্ব্বা
দল শ্যাম॥ এতেক মোনেতে ভাবি দেখে ধ্যান করি।
জোধ্যাতে ন দেখিল গোলক বেহারি॥ ধ্যানেতে
য়া হরি বৈকণ্ঠ নগর। দেখেন তথায় নাই রাম
দধর॥ সপ্তসর্গ দেখে হনু মোনে করি ধ্যান। সপ্ত
পে প্রথিবিতে না দেখিলা রাম॥ সপ্ত পাতাল হনু
দেখিলা ধ্যান করি। জলের ভিতরে দেখে মঙ্গল মুর

রি।। বানে মাথা দিয়া আছেন কমললোচন। দেখি
য়া বিষ্ময় হইলা পবন নন্দন।। তোমার সমান ভক্ত
নাহি কোনজন। তোমার কারণে হরি জলেতে ডুবিয়া
আছিলেন রামচন্দ্র বাণে মাথা দিয়া। এইসব কথা
কহেন পবন নন্দন। অর্জ্জুন বলেন শুন আমার বচন
তোমাসম বীর নাহি এতিন ভুবনে। চক্ষে নাহি দে
খি কভু নাশুনি শ্রবণে।। এতবলি প্রশংসা করিয়া হ
নূমানে। ভূমেতে লুটিয়া বীর প্রণমে চরণে।। অন্ত
রীতে দ্বারাবতী গেলা নারায়ণ। পর্য্যঙ্কেতে আসি
প্রভু করিলা শয়ন।। হনূর নিকটে পার্থ হইয়া বিদা
য়। দ্বারাবতী শ্রীকৃষ্ণের দরশনে যায়।। মনে২ ধনঞ্জয়
করে অনুমান। বিপাকে ঠেকায়েছিল বীর হনুমান।
এতমনে অনুমান করিয়া ফাল্গুনি। উপনীত হৈল
যথা দেব চক্রপানি।। রত্নপালঙ্কেতে কৃষ্ণ করিয়া শয়
ন। সেবিছেন সত্যবতী দুখানি চরণ।। হেনকালে
অর্জ্জুন হইল উপনীত। অর্জ্জুন দেখিয়া প্রভু উঠি
লা ত্বরিত।। হাত পসারিয়া পার্থে কৈল আলিঙ্গন
কহ ভাই কিকারণে হৈল আগমন।। কেমন আছ
য়ে কহো রাজা যুধিষ্ঠির। কেমন আছয়ে কহে
বৃকোদর বীর।। সহদেব নকুল কুশল কহ শুনি। কে
মন আছয়ে কহো দ্রৌপদ নন্দিনী। পিতৃসসা কুন্তী
দেবী আছেন কেমন। একে একে কহ বীর শুনি বি

রণ। অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকী কুমার। তোমার কৃ
পাতে প্রভু কুশল সবার॥ কিন্তু এক কথা কহি শুন
নারায়ণ। হনুমান হাতে আজি হারাতেম জীবন।
ঈষৎ হাসিয়া দেব কহিতে লাগিল। কহ দেখি হনু
সহ কবে দেখা হৈল॥ অর্জ্জুন বলেন শুন দেবনা
রায়ণ। বনে বনে ফিরি আমি মৃগয়া কারণ॥ দৈব
যোগে পথ মাঝে আছেন পড়িয়া। আমারে কহিলা
যামি যাহ লংঘিয়া॥ আমি কহিলাম তোমায়
লংঘিতে নাপারি। হনুমান কহে রাখ মম পুচ্ছ
সরি॥ আকাড় করিয়া লেজ রাখিতে নারিনু। প
রিচয় দেহো বলি তাহারে কহিনু॥ নিজ পরিচয়
দিলা পবন নন্দন। যেরূপেতে জলনিধি করিলা ব
ন্ধন॥ আমি কহিলাম দুঃখ পাইলে বিস্তর। এক শরে
বান্ধিবারে পারিতাম সাগর॥ পণ করি দোঁহে গে
লাম সাগরের তীরে। নবতি যোজন সাগর বান্ধি
লাম শরে॥ বিশম্ভর রূপে হনু বাণেতে চাপিল।
দেখিয়া আমার মনে শঙ্কা উপজিল। কতদূরে গিয়া
তীর পাড়ে আসি পড়ে। মনেকরি আমারে মারিল
এক চড়ে॥ ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার।
নিবেদন করি প্রভু চরণে তোমার॥ কভু ক্ষিতী
মাঝে হেন নাহি হেরি বীর। সুমেরুর চূড়া জিনি যা
হার শরীর॥ আতঙ্কেতে অঙ্গ কাঁপে যাহারে দেখি

কুকগণ করি তার বাখান। ত্রিভুবনে বীর নাহি তাহা
র সমান॥ এতবলি পার্থ বীর কাঁপে থরেথর। দেখিয়া
উত্তর তার দিলা গদাধর। কৃষ্ণ বলেন শুন সখা আমা
র বচন। অবিলম্বে আন হেথা পবন নন্দন। মোর
নাম লয়্যা তুমি যাও শীঘ্রগতি। আন হনুমানে
মম লয়ে অনুমতী॥ এত শুনি পার্থ বীর করিলা গম
ন। যেথানে বসিয়া আছে পবন নন্দন॥ সেইখানে ম
হাবীর উপনীত হৈল। যোড়করে আসি দন্ডবতে দা
ণ্ডাইল॥ অর্জ্জুন বলেন শুন পবন নন্দন। তোমা লই
বারে পাঠাইলা নারায়ণ॥ অবিলম্বে দাশরথী চল
এইক্ষণ। হনুমান বলে যাব কিকায সেথানে। অপ
মান বচনেতে অর্জ্জুন ফিরিল। পুনরপি দ্বারকাতে
উপনীত হৈল॥ অর্জ্জুনে দেখিয়া কহে দেব নারায়ণ।
কহ দেখি কতদূরে আইসে হনুমান। অর্জ্জুন বলেন
প্রভু হনু না আইল। তব নাম শুনি সেই অগ্নি হয়্যা জ্ব
লিল॥ শুনিয়া হাসি দেব যদুপতি। পার্থের গোচরে
তবে কহেন ভারতী॥ পুনরপি যাহ সখা যথা হনুমা
ন। কহ গিয়া তোমারে ডাকিছেন সীতারাম॥ পার্থ
বলে শুন প্রভু নিবেদন করি। হনুমান নিকটেতে য
ইতে শঙ্কা করি॥ শুনিয়া অভয় দিয়া পাঠান তাহারে।
অনুমতি পায়ে বীর চলিলা সত্বর॥ অভয় পাইয়া
বীর করিলা গমন। হনুমান নিকটেতে দিল দরশন।
পার্থ বলে শুন ওহে পবন তনয়। অবিলম্বে দাশরথী চ

তরায়॥ অর্জ্জুন বচনে বীর একদিষ্টে চায়। পার্থ
সে সীতারাম ডাকিছেন তোমায়॥ রাম নাম শুনি
ার আনন্দে বিভোল। আই সং বলিয়া অর্জ্জুনে দি
। কোল॥ ধন্য২ ভাই তুমি বড ভাগ্যবান। নয়নে
খিলে তুমি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ আজি দেখা হইল মম
ার্থক জীবন। দেখিব নয়ানে আজি কমল লোচন॥
থা দেব নারায়ণ আনন্দিতমনে। সত্যভামায় কহে
ীতা হইয়া বইস বামে। সত্যবতী কহে আমি সীতা
ইতে নারি। নারায়ণ কহে তবে কথা হইল ভারি॥
নুমান আইলে পরে হইবে প্রলয়। এহা বলি রুক্মিণী
ক ডাকেন মহাশয়॥ কৃষ্ণের বচন শুনি ভীষ্মক দুহি
া। নারায়ণ বামেতে বসীলা হয়্যা সীতা॥ বলদেব
ক্ষণ হৈয়া ছত্রধরে সীরে। দুইপাশে দোহে চামোর
জয়ে শরীরে॥ রামরূপে বৈসে প্রভু রত্ন সিংহাস
। হেনকালে উপনীত পবন নন্দন॥ ভূমে গড়াগড়ি
দিয়া পবন তনয়। কৃতাঞ্জলি করপুটে রঘুনাথে কয়
ক কারণে ডাকিলে হে জগতঈশ্বর। দিবস সফল আ
জ আমি ভাগ্যধর॥ এতবলি ভূমে লুটি প্রণাম ক
রিয়া। স্তবকরে নানামত গলে বস্ত্র দিয়া॥ ওহে প্রভু
ীতানাথ রাবণ ধ্বংস কারি। সমন দমন হরি মুকুন্দ
রারি॥ হেলাতে রাখহ সৃষ্টি হেলায় সংহার। তো
ার মতেক মায়া বুঝা অতিভার॥ অনন্ত নাপায়
হস্র সহস বদনে। অশ্বমেধ ফল পায় ... ॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তোমার কারণ। জন্ম অবধি ক
র স্বধামে গমন॥ তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমা
তে প্রলয়। সত্ত্ব রজ তমগুণ তুমি বিশ্বময়॥ মৎস্য
কূর্ম বরাহ নৃসিংহ রূপধারি। বামনে করিলে ধ্বংস
রামরূপধরি॥ তৎপরেতে এক অংশে রেবতী রম
জগন্নাথ রূপি পারে দেবনারায়ণ॥ অনাদি অনন্ত তোমা
কে জানে মহিমা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সী
মা॥ আমি অতি মূঢ়মতি পবন তনয়। কৃপা করি প
ছায়া দেহ দয়াময়॥ এইমতে স্তব করে পবন নন্দন।
উঠি আলিঙ্গন কৈলা শ্রীরাম লক্ষণ॥ পারিজাত মাল
ছিল শ্রীহরির গলে। আশির্ব্বাদী হনুমানে দিলা কু
তুহলে॥ মালা পায়ে হনুমান মস্তক নয়ায়। পুনক
র পড়ে আসি শ্রীরামের পায়॥ দক্ষিণ চরণ দিলা হনু
মান মাথে। অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখে নয়নেতে॥ ব্রহ্মা
আদি দেবগণ ধেয়ানে নাপায়। হেনপদ দিলা প্রভু
নুর মাথায়॥ রঘুনাথের রূপ হনু করে নিরিক্ষণ। পু
নেঃ২ নিরক্ষয়ে সীতার চরণ। রাম কহেন আইলে যদি
বাছা হনুমান। চিরদিন দেখা নাহি কর্‌হ প্রণাম॥ হ
নুমান বলে প্রভু নিবেদন করি। তোমার মহিমা প্রভু
বুঝিতে নাপারি॥ ত্রেতাযুগে তুমি ধরেছিলে ধনু
বাণ। এবে বংশিধর তোমায় দেখি ভগবান। এক ভার্য্যা
ছিল তব জনক নন্দিনী। এখন দেখিতে পাই মায়ের স
তিনী॥ হনুর বচন শুনি দেবনারায়ণ। গাণ্ডিবাণ

রি প্রভু বসিলা তখন।। হনুর রাখতেমন বলেন গদা
ধর। শুনহ আমার বোল পবন কুওর।। সীতার পশ্চা
ত আছে ভীষ্মক দুহিতা। বিবাহ না করি আমি শুনহ
সত্য কথা।। সত্যবতীর মনেতে গৌরব যত ছিল। হনু
মান আসিতে গৌরব চূর্ণ হৈল। বারে২ হনুমান ক
রিছে প্রণাম। দুনয়নে অশ্রুজল বহে অবিরাম। হনু
মানে আলিঙ্গন দিল যদুরায়। অর্জুনে দিলেন আজ্ঞা
ধর গিয়াপায়।। মারুতির পদে আসি অর্জুন পড়িল।
দিনকতক সহায় বলিয়া আজ্ঞা দিল।। রাম অবতারে
সহায় আছিলে যেমন। কৃষ্ণ অবতারে সহায় হইবে
তেমন। অতএব অর্জুনের সহায় হইবে। কদাচিত আ
মার বচন না লঙ্ঘিবে।। হনু বলে তুমি প্রভু যাহার সা
রথি। এচৌদ্দ ভুবনে তার নাহি দেখি ক্ষতি। হনুমান
বলে প্রভু করি নিবেদন। মনুষ্যের সহ রণ না কার
ণ।। তবে যদি আজ্ঞা কর যুদ্ধ না করিব। যুদ্ধকালে
অর্জুনের রথধ্বজে রব।। অর্জুন দিবেন যবে ধনুকে টঙ্কা
র। ততক্ষণে আমিহ ছাড়িব হুহুঙ্কার।। রথের ধজায়
আমি করিব গর্জন। সব্দশুনি অস্থির হইবে কুরুগণ
বর পায়। ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে। হনুমান বীর গে
আপনার স্থানে।। ব্যাসের আদেশে কবি মহেশচন্দ্রে
কয়। এতদূরে অর্জুনের গৌরব ভঞ্জন সায়।। ইতি

সমাপ্ত গ্রন্থঃ।

[illegible]

শ্রীচরণ ভরসা

লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ

শুক উবাচ। শুকদেব কহিতেছেন।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা লক্ষ্মী দেবেন্দ্র কেশবঃ। কেনোপায়েন দেবি ত্বং নরাণাং ভবতি নিশ্চলা। ১

অস্যার্থঃ। সুমেরু পর্ব্বতের উপরে শ্রীকৃষ্ণ সহিত লক্ষ্মী সুখে বাস করিতেছেন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবি তুমি কি কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের [illegible] হও তাহা বল। ১

লক্ষ্মীরুবাচ। লক্ষ্মী কহিতেছেন।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং। ২

অস্যার্থঃ। হে কৃষ্ণ যে মনুষ্যের গৃহে শুক্ল পায়রা ও সুন্দরী স্ত্রী থাকেন এবং কলহ না থাকে সেই গৃহে আমি বাস করি। ২

ধান্যং সুবর্ণ সদৃশং তণ্ডুলং রজতো
পমাঃ। অন্ন ন্নৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ
বসাম্যহং। ৩

হে কৃষ্ণ যার গৃহেধান্যকে স্বর্ণ তুল্য জ্ঞান করে ও তণ্ডুলকে রজত তুল্য দেখে এবং অন্নে তুষ না থাকে সেই গৃহে আমি বাসকরি। ৩

স্বঃ সদ্বিভাগী প্রিয়বাক্য ভাষী বৃদ্ধো
পসেবী প্রিয় দর্শনশ্চ। অল্প প্রলাপী
নচ দীর্ঘসূত্রী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে
বসামি। ৪

হে কৃষ্ণ যে পুরুষ খাদ্য দ্রব্য সকল আপনি ভক্ষণ না করিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দেয় এবং সর্ব্বদা সকলকে প্রিয়বাক্য কহে ও বহুদর্শী লোকের সহিত আলপ করে ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হয় এবং অনর্থক বাক্য অতিশয় কহে না ও কার্য্য উপস্থিত হইলেই শীঘ্র কার্য্য সমাপন করে সেই পুরুষে আমি সর্ব্বদা থাকি। ৪

যোধর্ম্মশীলোবিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবি
নীতো নপরোপতাপী। অগর্ব্বতোযশ্চ
জনানুরাগী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয়েন ও কামাদি জয়
করিয়া থাকেন এবং বিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া ও
স্তাবক হয়েন ও পরকে পীড়া কখন দেন না
ও কদাচ অহঙ্কার করেন না কিন্তু সকলের
অনুরাগ করেন সেই ব্যক্তিতে আমি সর্ব্বদা
বাসকরি। ৫।

চিরংস্নাতিদ্রুতংভুঙ্ক্তে পুষ্পং প্রাপ্যন
জিংঘতি। যোন পশ্যেৎস্ত্রিয়ংনগ্নাং
নিয়তং সচ মে প্রিয়ঃ। ৬

যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল স্নান করেন ও শীঘ্র
ভোজন করেন এবং ফুল পাইলেই ঘ্রাণ না
লয়েন আর উলঙ্গ স্ত্রীলোককে দৃষ্টি করেন না
সেই জন সর্ব্বদা আমার প্রিয় হয়েন। ৬

ত্যাগঃসত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয়ভিতি মহা
গুণাঃ। যং প্রাপ্নোতি গুণানেতান্
শ্রদ্ধাবান্ সচ মে প্রিয়ঃ। ৭

দান সত্য শুচিত্ব এই তিন গুণ প্রধান এই
গুণ আর শ্রদ্ধা যে জনে আছে সেই জন আ
মার অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। ৭

—:—

সর্ব্বলক্ষণ যথা ক্রমাগ .এর বিশিষ্যাতে।

কালে দেশে চ পাত্রে চ সচ ত্যাগঃ প্রশস্যতে। ৮

আমার বাসের সকল লক্ষণের মধ্যে দান প্রধান লক্ষণ হইয়াছেন ঐ দান যে জন শুদ্ধ কালে কাশ্যাদি তীর্থস্থানে উত্তম লোককে দেন তবে সেই দান উত্তম হয়েন আর সেই জন আমার প্রিয় হয়েন। ৮

নিত্য মামলকে লক্ষ্মী র্নিত্যং তিষ্ঠতি গোময়ে ।. নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি। ৯

সর্ব্বদা আমলকী বৃক্ষে ও গোময়ে ও শঙ্খে এবং শুক্লবস্ত্রে লক্ষ্মী থাকেন। ৯

বসামি পদ্মোৎপল শঙ্খমধ্যে বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ। নারায়ণে চৈব বসৌ ধরায়াং বসামিনিত্যোৎসব মন্দিরেষু। ১০

হে কৃষ্ণ পদ্মরক্তোৎপল ও শঙ্খমধ্যে এবং চন্দ্রে শিবে নারায়ণে ধনে আর পৃথিবীর মধ্যে নৃত্য গীত বাদ্যাদি যে গৃহে হয় এই সকল স্থানে আমি বাসকরি। ১০

যথোপদিষ্ট গুরু ভক্তিযুক্তা পত্যুর্ব্ব

চোনা ক্রমতে চ নিত্যং। নিত্যঞ্চ
ভুংক্তে পতিভুক্ত শেষং তস্যাঃ শরীরে
নিয়তং বসামি। ১১

যে প্রকার গুরুভক্তি শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাদৃ
শ ভক্তিযুক্তা যে স্ত্রী হয়েন আর পতির বাক
সর্ব্বদা প্রতিপালন করেন এবং সর্ব্বদা পতির
ভুক্তা বশেষ ভোজন করেন সেই স্ত্রীলোকের
শরীরে সর্ব্বদা আমি বাসকরি। ১১

তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্য
যুক্তা সুশোভনা চ। লাবণ্যযুক্তা প্রিয়
দর্শনায়াী পতি ব্রতায়া চ বসামিতাস্। ১২

হে কৃষ্ণ যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত হয়
এবং স্থিরস্বভাব হয়েন ও সর্ব্বদা লোককে প্রিয়
বাক্য কহেন আর সুন্দর ভাগ্য বিশিষ্টা হয়েন
ও লাবণ্য দ্বারা দৃষ্টির প্রীতিজন্মান আর সর্ব্বদা
পতির সেবা করেন সেই সকল স্ত্রীলোকেতে
আমি বাসকরি। ১২

শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশ মধ্যভাগা সুভ্রুঃ
সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা। গম্ভীর নাভিঃ
সম দন্তপংক্তি স্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং
বসামি। ১৩

হে কৃষ্ণ যে স্ত্রীলোকের শরীর শীতকালে
ষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে আর চক্ষু হরি
ণর চক্ষু তুল্য হয় আর মধ্যদেশ ক্ষীণ ও সুন্দর
রু আর কৃষ্ণবর্ণ কেশ সুন্দর ও গমন সুন্দর
উত্তম স্বভাব আর গভীর নাভি এবং সকল
স্ত সমান হয় আমি সেই স্ত্রীলোকের শরীরে
র্ব্বদা বাসকরি। ১৩

যা পাপযুক্তাপি খলস্বভাবা স্বাধীন
কান্তং পরিভূতয়ে চ। অমর্ষকামা কুচরি
ত্রশীলা তামঙ্গনাং প্রেত মুখীং ত্যজামি।

হে কৃষ্ণ যে স্ত্রীলোক খলস্বভাব ও পাপকর্ম্মে
ত হয় এবং স্বয়ং কর্ত্তা পতিকে পরাজয় করি
র কারণ সর্ব্বদা ক্রোধকরে আর মন্দ আচ
ণ স্বভাব হয় সেই প্রেতমুখী স্ত্রীলোককে
আমি পরিত্যাগ করি।১৪

পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ
সহ। ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরি
বর্জয়েত্॥ ১৫

বাসি আর দুর্গন্ধপুষ্প আর অনেকের সহিত
য়ন ও ভাঙ্গাপিড়ি আর কুলক্ষণযুক্তাস্ত্রীলোক
এই সকল ত্যাগ করিলে আমার কৃপাহয়। ১৫

চিতাঙ্গারক মস্থীনি বহ্নিং ভস্ম দ্বিজ
ঙ্গগাং। নপাদেনস্পৃশেৎ পাদং কার্পা
সাস্থি তুষং গুরুং। ১৬

চিতার অঙ্গার আর হাড় ও অগ্নি এবং ব্রা
হ্মণ ও গরু এবং পা ও কার্পাসের মাকাটি
তুষ আর গুরুতর লোক এসকল পাদ দ্বারা
স্পর্শকরা নহে করিলেই আমি ত্যাগকরি। ১৬

নখ কেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্ব সন্ধ্য
য়োঃ। বর্জয়েন্নগ্নশায়িত্বং মেকাকী মিষ্ট
ভোজনং। ১৭

হে কৃষ্ণ নখ আর কেশযুক্ত জল এবং চতু
র্দ্দশী অষ্টমী পূর্ণিমা অমাস্যা সংক্রান্তিতে
আর সন্ধ্যাকালে মৈথুন ও উলঙ্গ হইয়া শয়ন
মিষ্টদ্রব্য অনেকের মধ্যে একাকী ভোজন করা
ত্যাগ করিবেক করিলেই আমার কৃপাহয়। ১৭

শিরঃ সুপুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ বরা
ঙ্গণা সেবন মল্প ভোজনং। অনগ্নশা
য়িত্ব মপর্ব্ব মৈথুনং চিরঃ প্রনষ্টাং
শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্। ১৮

যে পুরুষ মস্তক শুক্লপুষ্পযুক্ত রাখেন আর
চরণ সর্ব্বদা পবিত্র রাখেন ও সুন্দরী স্ত্রীকে

ভ্রমণ করেন ও অতিশয় ভোজন না করেন আর উলঙ্গ হইয়া শয়ন এবং পঞ্চপর্ব্বে মৈথুন না করেন তবে ঐ পুরুষকে যদ্যপি লক্ষ্মী বহু কাল ত্যাগ করিয়া থাকেন তথাচ এই ছয় কর্ম্মে পুনর্ব্বার লক্ষ্মীপ্রাপ্ত করান। ১৮

সম্মার্জ্জনী রজো বাতং নিগুণ্ডীং ন কুচস্তথা। রাত্রে বিল্ব পলাশঞ্চ কপিত্থং বর্জ্জয়েদ্দধি। ১৯

ঝাটার ধূলা ও বাতাস এবং রাত্রিতে নীল সেফালিকা পুষ্পধারণ আর মান্দার বেলশাক কয়েতবেল এবং দধি ভোজন না করেন সেই জনে আমি থাকি। ১৯

স্বগাত্রাসনয়োর্ব্বাদ্যম পূজা মূর্দ্ধপাদ য়োঃ। উচ্ছিষ্টং স্পর্শনং মূর্দ্ধি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। ২০

যে জন আপন শরীর এবং আপনার আসন বাদ্য না করে আর মস্তক এবং পাদদ্বয় পবিত্র রাখেন ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য মস্তকে স্পর্শ করেন না আর স্নানের পর তৈল যথেষ্ট না মাখেন সেই জনে আমার কৃপা হয়। ২০

শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে

তথা । ম্লানাম্বরং কুবেশঞ্চ বর্জয়েৎ শুষ্কভোজনং । ২১

অন্ধকারে শয়ন দিবসে রাত্রিবাস ধারণ এবং মলিন বস্ত্র ও কুৎসিত ও শুষ্কান্ন ভোজন ত্যাগ করিবেক । ২১

পরেণোদ্বর্ত্তিতং বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণং । আলস্য মবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট মর্দ্দনং । ২২

পরদ্বারা বক্ষঃস্থল মর্দ্দন আপনি মালা গলে হৈতে আকর্ষণ আলস্য সর্ব্বদা অবসন্ন ডেলা মৃত্তিকা মর্দ্দন ত্যাগ করিবেক । ২২

শুক্রবারে চ যত্তৈলং শিলা পিষ্টঞ্চ দর্শকে । স্বয়ং বামেন মূর্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ । ২৩

শুক্রবারে আর অমাবস্যাতে গন্ধদ্রব্য আর তৈল স্পর্শ না করেন এবং বামহস্তে মস্তকস্পর্শ না করেন তবে সেই জনেআমার কৃপাহয় । ২৩

তারকাং পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্ । নেক্ষেৎ গুহ্যং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরং । ২৪

অশুচি হইয়া তারা চন্দ্র সূর্য্য না দেখেন সেই জনে আমার কৃপা হয়। ২৪

কুর্য্যান্নান্যধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ। পরেষাং প্রাতিকূল্যঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনং। নখকণ্টকে রক্তেকেশ্চ মৃত্তি কাঙ্গার বারিভিঃ। বৃথা বিলেখনং ভুমৌ নকুর্য্যান্মমকাঙ্ক্ষয়া। ২৫

যে ব্যক্তি আমার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে পর ধনে ও পরস্ত্রীতে আকাঙ্ক্ষা আর পরহিংসা ও সূর্য্যোদয়ের পর গাত্রোত্থান ও নখ কণ্টক রক্ত মৃত্তিকা অঙ্গার এবং জল এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভূমিতে বৃথা লেখন করিবেন না। ২৫

গ্রথিতঞ্চ স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনং। নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং। ২৬

আপনি মালা গাঁথিয়া গলে দেয় আপনি চন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে দেয় নাপিতের বাটীতে গমন করিয়া কামায় তবে সেই জন ইন্দ্র তুল্য হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হয়েন। ২৬

ন নিন্দা গণকে বিপ্রে পাদয়োর্ন্নর্ত্তনং

তথা। প্রতিকূলং চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্তা
চ দন্তধাবনং। ২৭

গণক এবং ব্রাহ্মণের নিন্দা পাদদ্বয়ের নর্ত্তন স্ত্রীলোকের উপর কোপ ভোজন করিয়া দন্ত ধাবন যিনি এই সকল ত্যাগ করেন তিনি আমার প্রিয় হয়েন। ২৭

অনৃতং মাংস সুপঞ্চ লগ্নাঞ্চৈব স্ত্রিয়ং
তথা। ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি
হরেৎ শ্রিয়ং। ২৮

বৃথা মাংস বৃথা অন্ন ব্যঞ্জনাদি অর্থাৎ অনিবেদিত ভোজন করেন এবং উলঙ্গা স্ত্রীলোক দেখেন তবে তিনি ইন্দ্রতুল্য হইলেও লক্ষ্মী ছাড়া হয়েন। ২৮

মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদার সেবী আচারহীনঃ
পরসেবকশ্চ। সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদ শীল
স্তং নিষ্ঠুরং দম্ভ মমং ত্যজামি। ২৯

গুরুদত্ত মন্ত্রত্যাগী এবং পরদার সেবা করেন আচার না করেন [illegible]য় ব্যক্তির সেবা না করিয়া পরের সেবা করেন ছোট লোকের ন্যায় আচরণ করেন সর্ব্বদা পরিবাদ যুক্ত হয়েন সেই নিষ্ঠুর অহঙ্কারযুক্ত লোককে আমি ত্যাগ করি। ২৯

শয়নঞ্চার্দ্র পাদেন রাত্রিবাসো দিনে
তথা। উত্তরীয় মধঃকুর্য্যাৎ শুষ্কপাদে
ন ভোজনং। ৩০

ভিজা পায় শয়ন দিবাতে রাত্রিবাস পরিধান এবং দোছট বস্ত্র পরিধানকরা পাদ প্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করা এই সকল ত্যাগ করিলেই আমার কৃপাহয়। ৩০

অশুচি ম্লান বস্ত্রঞ্চ দুর্গন্ধা মসুখাবহাং
অভূষণা মপুষ্পঞ্চ ন কুর্য্যাদাত্মনস্তনুং। ৩১

আপন শরীর অশুচি অথচ ভগ্ন বস্ত্র যুক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত আর দুঃখ বিশিষ্ট অলঙ্কার রহিত হইলে এবং মস্তকে প্রসাদিত পুষ্প থাকে তবে আমার কৃপা হয়। ৩১

কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলে
পিচ। পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন
কুর্য্যাদনুলেপনং। ৩২

কর্ণ মুখে নাসিকাতে হস্ততলে পাদতলে পৃষ্ঠে চক্ষুতে চন্দনাদিদ্বারা লেপন করিবেন না করিলে যে দোষ হয় তাহা পরে কহিতেছি

চক্ষুলগ্নে হতা শ্রেষ্ঠো মুখলগ্নেধনক্ষয়ঃ
দরিদ্র কর্ণ লগ্নে চ পাদ পৃষ্ঠে তথাযশঃ

করে চ নাসিকারন্ধ্রে বুদ্ধিনাশোনুলে
পনং। তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েদেতানন্নুলেপন
ভাজনঃ। ৩৩

অনুলেপন চক্ষুলগ্ন হইলে মঙ্গল নাশ মুখে লাগিলে ধনের নাশ কর্ণে লাগিলে দরিদ্র পদে পৃষ্ঠে লাগিলে আয়ুক্ষয় হস্ততলে নাসিকা-রন্ধ্রে লাগিলে বুদ্ধিনাশ হয় অতএব এই সকল স্থানে অনুলেপন বর্জ্জন করিবেন। ৩৩

গন্ধং পুষ্পং তথাতোয়ং রত্নঞ্চৈব
মহোদধিং। গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং
বর্জ্জয়েন্ন কদাচনঃ। ৩৪

চন্দন পুষ্পাজল বহুমূল্য রত্ন বস্ত্র যদি এই সকল দ্রব্য কোন লোকের স্থানে প্রথম গ্রহণ করেন তবে পুনর্ব্বার কোন কারণে ত্যাগ করিবেন না ত্যাগ করিলেই অমঙ্গল হয়। ৩৪

অজারজঃ খররজ স্তথা সংমার্জ্জনী
রজঃ। স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন্ শক্রা
দপি হরেৎ শ্রিয়ং। ৩৫

ছগালের পদধুলা গাধার পদধুলা ঝাঁটার ধুলা স্ত্রীলোকের পদধুলা স্পর্শ করিবেন না করিলেই ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও লক্ষ্মীছাড়া হয়েন।

কুচৈলিনং দন্তমলং, বহ্বাশিনং বহ্বা
শিনং নিষ্ঠুর বাক্য ভাষিণং। সূর্য্যো
দয়ে চাস্তমিতে চ শায়িনং মিমুঞ্চতি
শ্রীরাপ চক্রপাণিনং। ৩৬

মলিন বস্ত্রযুক্ত হয়েন দন্তমার্জ্জনা না করেন
নেক ভোজন করেন কঠোরবাক্য সকলকে
হেন সূর্য্যের অস্ত্যোদয় কালে শয়ন করেন
রে সেইজন বিষ্ণুতুল্য হইলেও লক্ষ্মী তাহাকে
াগ করেন। ৩৬

নিত্যংছেদ স্তৃণানাং ক্ষিতি নখলিখনং
[illegible] রম্ন পূজা। দন্তানামল্পশৌচং
বসন মলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বেসন্ধ্যোচাপি নিদ্রা বিবসন শয়নং
গ্রাস হাসাতিরেকঃ। স্বাঙ্গে পীঠে চ
বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি
লক্ষ্মীং। ৩৭

সর্ব্বদা হস্তে তৃণ ভাঙ্গা ভূমিতে নখের আচড়
াদ অপবিত্ররাখা দন্তে মলা রাখা মলিন বস্ত্র
ারণ কেশ পরিচ্ছন্ন না রাখা প্রাতঃকালে ও
ন্ধ্যাতে নিদ্রা উলঙ্গ হইয়া শয়ন গ্রাস হাস্য

কর্ম্মে কুবেরের এবং কৃষ্ণের লক্ষ্মী হরণ করেন

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশবঃ। তুষ্টা ভবামি তস্যাহং ত্বয়্যেব নিশ্চলা যথা। ৩৮

হে কৃষ্ণ আমি কহিলাম যে যে কর্ম্ম সেই কর্ম যে জন সর্ব্বদা করেন সেই জনকে আমি তুষ্ট হই যেমন তোমায় নিশ্চলা আছি। ৩৮

শ্রীভাষিত মিদং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায়ঃ যঃ পঠেৎ। তদগৃহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নান্যথা। ৩৯

লক্ষ্মী কহিয়াছেন এই স্তব যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া পড়েন তাহার গৃহ ষড়ৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট হয়েন অন্যথা নহে। ৩৯

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। ৪০

এই স্তব পাঠ করিলে রোগী ব্যক্তির রোগ মুক্ত হয় বন্ধন গ্রস্ত ব্যক্তির বন্ধন মুক্ত হয় এবং সেই জনের সকল আপদ নাশ হয় যেমন অন্ধকার সূর্য্যোদয় হইলে নষ্ট হয়। ৪০

ইতি লক্ষ্মী কেশব সম্বাদে লক্ষ্মীচরিত্রং সমাপ্তং

বৃহস্পতি শাপে ইন্দ্র নষ্টশ্রী হইয়া।
লক্ষ্মীর সন্তোষ কারণ স্তব করিতেছেন।

অথ লক্ষ্মীস্তোত্রং।

নমো লক্ষ্মীদেব্যৈ ॥

ইন্দ্র উবাচ। নমামি সর্ব্বভূতানাং জননী
মব্জসম্ভবাং। শ্রিয়মুন্নিদ্র পদ্মাক্ষীং
বিষ্ণু বক্ষস্থল স্থিতাং ॥ ১

অস্যার্থঃ। সকল লোকের মাতা এবং পদ্ম সম্ভবা প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় চক্ষু আর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন যে লক্ষ্মী তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১

ত্বং সিদ্ধি স্ত্বং স্বধা স্বাহা সধাত্বং লোক
পালিনী। সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূমির্ম্মেধা
শ্রদ্ধা সরস্বতী। ২

অস্যার্থঃ। প্রণামানন্তর সর্ব্ব বিদ্যা স্বরূপে স্তব করিতেছেন হে দেবি সকলের মঙ্গলরূপা শ্রাদ্ধে স্বধারূপা হোমে স্বাহারূপা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিন লোক রক্ষা করিতেছেন যে চন্দ্রের অমৃত তৎ স্বরূপা সন্ধ্যাকাল এবং রাত্রি কাল স্বরূপা সূর্য্যাদি দেবতার দীপ্তি স্বরূপা যোগীদেবের অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য স্বরূপা

সকলের ধারণাবতী বুদ্ধিস্বরূপা সাধু ব্যক্তির শ্রদ্ধা স্বরূপা সকলের বাক্য স্বরূপা তুমি অতএব তোমাকে প্রণাম করাতে আমার মঙ্গল হইবেক।

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবিত্বং বিমুক্তি
ফলদায়িনী। ৩

হে দেবী যজ্ঞ জ্ঞান স্বরূপা মহাজ্ঞান স্বরূপা গোপনীয় জ্ঞান স্বরূপা এবং মুক্তিদায়িনী আত্ম জ্ঞান স্বরূপা তুমি। ৩

আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি স্ত্বমেব
চ। সৌম্যা সৌম্যৈর্জগদ্রূপৈ স্ত্বয়ৈত-
দ্দেবি পূরিতং। ৪

হে দেবি তর্কবিদ্যা স্বরূপা এবং ঋক সাম যজুর্ব্বেদ স্বরূপা বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা স্বরূপা দণ্ড নীতি শাস্ত্র স্বরূপা তুমি পাপ পুণ্যেদ্বারা এই জগৎ সংসার তুমি পরিপূর্ণ করিতেছ। ৪

কাত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্ব যজ্ঞময়ং
বপুঃ। অধ্যাস্তে দেব দেবস্য যোগি
চিন্ত্যং গদাভৃতঃ। ৫

হে দেবি গদাপাণি শ্রীকৃষ্ণের সকল যজ্ঞ স্বরূপা যোগী ব্যক্তির চিন্তনীয় শরীরে তুমি ব্যতিরিক্ত কোন অন্য স্ত্রী উপপ্রবেশন করিতেপারে তুমি অচিন্ত্যশক্তি প্রযুক্ত অধিবাস করিতে ।

ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ং
বিনষ্ট প্রায় মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতং । ৬

হে দেবি যে কালে তুমি সকল ভুবনত্রয় ত্যাগ করিয়া সমুদ্র মধ্যে গমন করিয়াছিলে সে কালে তিন লোক প্রায় নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরে সমুদ্র মন্থনে উৎপন্না হইয়া এখন ঐ সকল লোককে অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধিত করিয়াছ । ৬

দারাঃ পুত্রা স্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যং ধনাদিকং । ভবত্যে তন্মহাভাগে নিত্যং
ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাং । ৭

হে দেবি তোমার দৃষ্টি হইলে অনেক স্ত্রী অনেক পুত্র অনেক ঘর ও দ্বার অনেক বন্ধু আর অনেক ধনাদি হয় অতএব তুমি দৃষ্টি করহ । ৭

শরীরারগ্য মৈশ্বর্য্য মরিপক্ষ ক্ষয়ঃ সুখং

হে দেবি তুমি যে লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছ তাহারদিগ্যের নিরোগ শরীর এবং ঐশ্বর্য্য ও শত্রুক্ষয় সুখ প্রভৃতি অতিশয় দুর্লভ নহে

ত্বমম্বা সর্ব্ব ভূতানাং দেব দেবো হরিঃ পিতা। ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনাচাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরং। ৯

হে মাতঃ তুমি সকল প্রাণির মাতা দেবতার দেবতা শ্রীহরি সকল প্রাণির পিতা অতএব তোমা কর্ত্তৃক এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। ৯

মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মাগৃহং মাপরিচ্ছদং। মাশরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি। মাপুত্রান মাসুহৃদ্বর্গান্ মাপশূন্ মাবিভূষণং ত্যজেথা দেব দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে। ১০

হে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থল শোভে হে মাতঃ তুমি যে পুরুষকে ত্যাগ করহ সেই জনের মান ধনাগার বাটী বাসস্থান বস্ত্রাদি শরীর স্ত্রী পুত্র বন্ধু বর্গ গো মহিষাদি অলঙ্কারাদি এই সকল বিষয় নষ্ট হয়। ১০

সত্ত্যেনাশৌচ সত্বাভ্যাং তথা শীলাদি-

ভির্গুণৈঃ । ত্যজন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ
সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে । ১১

হে অমলে তোমা কর্তৃক যে পুরুষেরা ত্যজ্য হয়েন সেই পুরুষ দিগ্যের সত্য শুচিত্ব বল শীলতা আদি শরীরের যত গুণ সকলেই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ হয়। ১১

ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখি
লৈর্গুণৈঃ । কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা
নির্গুণাপি চ । ১২

হে মাতঃ তোমা কর্তৃক যে লোক অবলোকিত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ অতিশয় নির্গুণ পুরুষ হইলেও শীলাদি নানা গুণ কুল ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়েন অতএব তুমি দৃষ্টি করহ। ১২

স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধি
মান্ । স শূর সচ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি
বীক্ষিতঃ । ১৩

হে মাতঃ তোমা কর্তৃক যে জন অবলোকিত হয়েন সেই জন সকল লোকের মধ্যে শ্লাঘ্য এবং গুণবান্ ধন্য কুলীন বুদ্ধিমান্ প্রতাপ্ বিশিষ্ট হয়েন্। ১৩

সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা

গুণাঃ। পরাংমুখি জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে।১৪

হে বিষ্ণুপ্রিয়ে যে লোকের সম্বন্ধে জগন্মাতা তুমি বিমুখী হও সেই জনের তৎক্ষণাৎ শীলাদি সকল গুণ নষ্ট হয়। ১৪

ন তে বর্ণয়িতুং শক্তাঃ গুনান্ জিহ্বাপি বৈধসাঃ। প্রসীদ দেবী পদ্মাক্ষি মাস্মাং স্ত্যাক্ষীঃ কদাচনঃ। ১৫

হে দেবি হে পদ্মনেত্রে ব্রহ্মার জিহ্বা তোমার গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন অতএব আমা-দিগ্যে কদাচ ত্যাগ করিও না কিন্তু প্রসন্না হও। ১৫

পরাশর উবাচ। পরাশর মুনি কহিতেছেন এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক্ প্রাহ হৃষ্টা শতক্রতুং। শৃণ্বতাং দেব দেবানাং সর্ব্বভূত স্থিতা দ্বিজ। ১৬

হে দ্বিজ এইরূপে সম্যক প্রকারে লক্ষ্মীকে স্তব করিলেপর তুষ্টা হইয়া ঐ স্তব শ্রবণ করিতে ছেন যে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ তাহা দিগের মধ্যে ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বভূতস্থা লক্ষ্মী কহিয়া ছিলেন। ১৬

শ্রীরুবাচ। লক্ষ্মী কহিতেছেন।
পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেনানেন
হেতুনা। বরং বৃণুষ্ব যস্তিষ্টো বরদাহং
তবাগতা। ১৭

লক্ষ্মী কহিতেছেন হে ইন্দ্র এই স্তোত্র হেতুক তোমারে পরিতুষ্টা হইলাম অভীষ্ট যে বর হয় তাহা যাচ্ঞা কর আমি তোমাকে বর দিবার কারণ আগমন করিয়াছি। ১৭

ইন্দ্র উবাচ। বরদা যদি দেবি ত্বং
বরার্হো যদি বাপ্যহং। ত্রৈলোক্যং
ন ত্বয়া ত্যাজ্য মের মেষস্তু বরঃ পরঃ। ১৮

ইন্দ্র কহিতেছেন হে দেবি আমার সম্বন্ধে বরদাত্রী যদি তুমি হও আর আমি যদি বরো-পযুক্ত হই তবে আমার এই বর তুমি ত্রিলোক ত্যাগ করিও না এই আমার শ্রেষ্ঠবর জানিবেন

স্তোত্রেণ যস্তথৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্ধি
সম্ভবে। সত্বয়া ন পরিত্যজ্যো দ্বিতীয়
বরো মম। ১৯

হে সমুদ্রোৎপন্নে তোমার এই স্তব করণক জন তোমাকে স্তব করে সেই জনকে তুমি

শ্রীরুবাচ। ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন
সংত্যাজ্যামি বাসব। দত্তোবরোময়া-
যস্ত্বং স্তোত্রেণ ময়ি তুষ্টয়া। ২০

হে ইন্দ্র হে দেবশ্রেষ্ঠ তোমার এই স্তবদ্বারা আরাধনাতে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে বর দিয়াছি অতএব ত্রিলোক সম্যক্ প্রকারে এক্ষণে ত্যাগ করিব না। ২০

যশ্চসায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেনানেন
মানবঃ। মাংস্তোষ্যতি ন তস্যাহং
ভবিষ্যামি পরাংমুখী। ২১

যে মনুষ্য সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই স্তব দ্বারা আমাকে স্তব করে সে জনের সম্বন্ধে আমি বিমুখী হইব না। ২১

পরাশর উবাচ। পরাশর মুনি ঋষি-দিগ্যের নিকট কহিতেছেন।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায়
বৈপুরা। মৈত্রেয় শ্রীর্মহাভাগা স্তোত্রা
রাধন তোষিতা। ২২

হে মৈত্রেয় হে মুনে সেই মহাভাগ্যদাত্রী ল[illegible] স্তোত্রদ্বারা আরাধনাতে তুষ্টা হইয়া দেবরা[illegible] ইন্দ্রকে ঐ বর দিয়াছিলেন পূর্বকালে [illegible]

হেতুক জগৎ লক্ষ্মীযুক্ত পুনর্ব্বার হইয়াছিলেন।

ভৃগোঃখ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃপূর্ব্ব মুদধেঃ
পুনঃ। দেব দানব যত্নেন প্রসূতামৃত
মন্থনে। ২৩

হে মৈত্রেয় লক্ষ্মী পূর্ব্বে ভৃগুবংশে উৎপন্না হইয়াছিলেন মধ্যে ব্রহ্মশাপে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ইন্দ্রদেবকে বর প্রদান করিয়া দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র মন্থনকালে পুনর্ব্বার উৎপন্না হইয়াছিলেন। ২৩

এবং যদা জগৎস্বামী দেব দেবো
জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষ স্তথা
শ্রীস্তৎ সহায়িনী। ২৪

হে মৈত্রেয় সমুদ্রে উৎপন্না হইয়া নারায়ণে বাস করিতেছেন এবং যে কালে জগতের কর্ত্তা জনার্দ্দন অবতার হইবেন সেই কালে ঐ লক্ষ্মী জগৎস্বামীর সহায়িনী হইবেন। ২৪

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা যদাদিত্যোঽভবদ্ধরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ং।

হে মৈত্রেয় পুনর্ব্বার কোন ২ স্থানে উৎপন্না হইবেন এবং উৎপন্না হইয়া সহায়তা করিবেন

তার হইবেন সেই কালে পদ্ম হইতে উৎপন্না হইবেন যেকালে পরশুরাম অবতার হইবেন সেইকালে এইলক্ষ্মী ধরণীরূপা হইবেন ॥ ২৫

রাঘবত্বে ভবেৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণ
জন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণো-
রেষা সহায়িনী ॥ ২৬

হে মৈত্রেয় রাম অবতারকালে লক্ষ্মী সীতা কৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী হইবেন আর অন্য২ অবতারে বিষ্ণুর সহায়িনী হইবেন ॥ ২৬

দেব ত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানু-
ষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাবৈ করোত্যে-
ষাত্মনস্তনুং ॥ ২৭

হে মৈত্রেয় এইলক্ষ্মী বিষ্ণুর দেহের সদৃশরূপ আপনার শরীর করিবেন যেখানে যেমত রূপ ধারণ করিবেন সেইখানে তাদৃশ রূপা লক্ষ্মী হইবেন যে স্থানে দেবদেহ বিষ্ণু হইবেন সেই স্থানে দেবী হইবেন যে স্থানে বিষ্ণু মনুষ্য দেহ ধারণ করিবেন সেইস্থানে লক্ষ্মী মানবী দেহ ধারণ করিন ॥ ২৭

পাঠেন্নরঃ। শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে
যাবৎ কুলত্রয়ং॥ ২৮

হে মৈত্রেয় যে জন লক্ষ্মীর এই স্তব এবং জন্ম শ্রবণ করেন কিম্বা পাঠ করেন সে জনের গৃহে শ্রী কখন বিচ্যুতি অর্থাৎ নষ্ট হয়েন না। যাবৎ পর্য্যন্ত তিনকুল বর্ত্তমান অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মী অচলা থাকেন॥ ২৮

পঠ্যতে যেষু চৈবেষু গৃহেষু শ্রীস্তবো
মুনে। অলক্ষ্মী কলহো বাধান্ ন তে
ষ্বাস্তে কদাচন॥ ২৯

হে মুনে যে সকল গৃহেতে লক্ষ্মীর এইস্তব পঠিত হয়েন সেই সকল গৃহে অলক্ষ্মী কলহ উৎ পাতাদি অমঙ্গল কদাচ হয় না॥ ২৯

এতত্তে কথিতং ব্রহ্মন্ যস্মাত্বং পরি
পৃচ্ছসি। ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্ব
ভৃগুসুতা সতী॥ ৩০

হে ব্রহ্মন্ তুমি আমারে পূর্ব্বে ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যে লক্ষ্মী তিনি পুনর্ব্বার ক্ষীরসমুদ্রে যে হেতুক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন

ইতি সকল বিভূত্যবাপ্তি হেতুঃ, স্তুতি
রিয়মিন্দ্র মুখোৎ গতাহিলক্ষ্যাঃ । অনু
দিন মনুপঠ্যতে নৃভির্বৈর্ব্বসতি ন তেষু
কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ৩১

হে মৈত্রেয় ইন্দ্রদেবের মুখ হইতে উদ্ভূতা অথচ সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কারণ হইয়াছেন যে লক্ষ্মী তাঁহার এই স্তুতি যে সকল জনেরা প্রত্যহ পাঠ করেন সেই সকল জনেতে অলক্ষ্মী কদাচ বাস করেন না অতএব ইন্দ্রকৃত এই লক্ষ্মীর স্তব প্রত্যহ যে জনপাঠ করেন তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা থাকেন ॥ ৩১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অংশে অর্থাৎ প্রথমস্কন্ধে পরাশর মৈত্রেয় সম্বাদে অর্থাৎ মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন পরাশর কহিতেছেন ইতি সম্বাদে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

লক্ষ্মীচরিত্রং সমাপ্তঃ ।

এই পুস্তক। কলিকাতা মহানগর মধ্যে
আহিরী টোলার ১।১২ নম্বর ভবনে।
রাধাবল্লভ শীলের কমলাসন যন্ত্রে মুদ্রিত
শকঃ ১৭৭৭ তারিখ ৭ শ্রাবণ